ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 22 July, 2023 ■ আগরতলা ২২ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ৫ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

স্মার্ট ক্লাসরুম

শুক্রবার উমাকান্ত একাডেমিতে সমগ্র শিক্ষার অধীনে রাজ্যের ৭৫২টি বিদ্যালয়ে স্মার্ট ক্লাসরুমের ভার্চয়ালি উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। ছবি নিজস্ব।

জিএসটি পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলির জন্য আশীর্বাদ ঃ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। জিএসটি উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য আশীর্বাদ। আজ আগরতলায় জিএসটি ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জোর গলায় একথা দাবি করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তাঁর দাবি, গত পাঁচ-ছয় বছরে ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় করের রাজ্যের অংশ একক অঙ্কের পরিসংখ্যান থেকে তিন অঙ্কে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

এদিন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে পণ্য ও পরিষেবা করের (জিএসটি) ইতিবাচক প্রভাবের প্রশংসা করেছেন। এদিন সীতারামন জিএসটি বাস্তবায়নের আগের বছর (২০১৫-১৬) থেকে পরিসংখ্যান তুলনা করে বলেন, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় করের অংশ হিসাবে ৪.২১ কোটি টাকা পেয়েছিল, গত আর্থিক বছরের বেড়ে দাড়িয়েছে ৯৮২.৫০ কোটি টাকা।

শুক্রবার আগরতলায় জিএসটি ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

এদিন অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে অভিন্ন কর ব্যবস্থায় রেজিস্ট্রেশন করতে উতাহিত করেছেন। সীতারামন ব্যবসায়ীদের কাছে ব্যবসাগুলিকে সিস্টেমের সুবিধাগুলি সম্পূর্ণরূপে লাভ করার জন্য অনুরোধ করেছেন। কারণ নন-জিএসটি রেজিষ্ট্রেশন প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবসা করার জন্য বড় কর্পোরেশনগুলিকে আকর্ষণ করার সম্ভাবনা কম।

এদিকে, মণিপুরে মহিলাদের সাথে নারকীয় ঘটনায় এবার মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তাঁর কথায়, মণিপুরের ঘটনায় আজ সারা দেশ লজ্জিত। মণিপুর অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং গম্ভীর পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলা করছে। এরই সাথে এমন ঘটনা সকলকেই আহত করেছে। গুয়াহাটিতে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমসের বিনিয়োগ অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি এভাবেই মণিপুরের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, সংসদ অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মণিপুরের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি সাফ বলেছেন, ওই ঘটনা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সাথে তিনি ওই ঘটনায় কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী, অপরাধী উচিত সাজা পাবেন বলে নিশ্চিত বিশ্বাস করেন। প্রসঙ্গত, মণিপুরে দুই মহিলা নগ্ন করে হাটানোর একটি ভিডিও সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে। ওই ঘটনাকে ঘিরে সারা দেশে তোলপাড় অবস্থা। বিরোধীরা ওই ইস্যুতে দুইদিন সংসদ অচল করে রেখেছেন।

মাকে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা গ্রেপ্তার ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২১ জুলাই।। পারিবারিক ঝামেলার কারণে ছেলে গর্ভধারিনী মাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে। থানায় মামলা, গ্রেপ্তার যুবক। ঘটনা কল্যাণপুর থানা এলাকার দুলালিয়া বাড়ি তে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা রাতে পুত্র সঞ্জয় সাঁওতাল।বয়স ২৮। তার গর্ভধারিনী মা শুক্রাইমনি সাঁওতাল।বয়স ৬০।

এই মহিলাকে তার ছেলে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। অভিযোগ পরিবারের অন্যদের চোখে ফাঁকি দিয়ে নিজ পুত্র সঞ্জয় গতকাল সন্ধ্যা রাতে তার গর্ভধারিনী মায়ের শরীরে কেরাসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে মহিলার শরীরের বেশ অংশ পুড়ে যায়। ক্ষতি হয় দুটি পায়ের। বর্তমানে মহিলা খোয়াই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিকে এই ঘটনা এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে পুত্রের বিরুদ্ধে ক্ষুভ ছড়িয়ে পড়ে জনে মনে।

মহিলার নিকট আত্মীয় কল্যাণপুর থানায় যুবকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ যথারীতি মামলা গ্রহণ করে। যার মামলা নং ২১। পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬ এবং ৩০৭ নং ধারায় মামলা গ্রহণ করে যুবককে খাস কল্যাণপুর এলাকা থেকে আজ শুক্রবার সকালে গ্রেফতার করে এবং খোয়াই আদালতে প্রেরণ করে। এই ঘটনায় জনমনে বেশ আতঙ্ক তৈরি হয়। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন একজন ছেলে এমন জঘন্য কাজ কি করতে পারে ? শেষে ঘটনার তদন্তে নেমেছে কল্যাণপুর থানা পুলিশ। এই ঘটনা নিয়ে চাপা উত্তেজনাও বিরাজ করছে এলাকায়। এই মামলার আই ও এসআই প্রেমজিত রায়।

বিলোনীয়ায় আটক নাবালিকা অপহরণকারী

বিশালগড়ে অপহরণকান্ডে জড়িত চার যুবক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/বিলোনীয়া, ২১ জুলাই।। বিশালগড়ে চাঞ্চল্যকর অপহরণকান্ডে জড়িত চার অভিযুক্তকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন জানিয়োছেন, গত ১৯ জুলাই বিশালগড় দুই নং গৌতম নগর এলাকার যুবক মনোজিৎ দেব (৩২)-কে বিশালগড় ব্লক চৌমুহনি এলাকা থেকে অপহরণের অভিযোগ উঠে এসেছিল। পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল। শুক্রবার সকালে সিপাহিজলা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র চৌধুরী ও এসডিপিও পান্নালাল সেনের নেতৃত্বে অপহরণকাণ্ডে জড়িত চার যুবককে আটক করা হয়েছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃতরা হলেন রণবীর দেবনাথ, দেবকমল ভট্টাচার্য, সুরজ নম: ও প্রসেনজিৎ নম:। থানায় নিয়ে এসে অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এদিকে, নাবালিকা অপহরণ এবং ধর্ষণের মামলায় অভিযুক্তকে আটক করলো পিয়ার বাড়ি থানার পুলিশ। ঘটনা গত ৩০/৬/২০২৩ ইং পি আর বাড়ি থানাধীন বড় পাথরি এলাকার সোনাপুর দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয় এর এক ছাত্রীকে আগরতলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর রেল স্টেশনে দুই রোহিঙ্গা আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে দুই রোহিঙ্গাকে আটক করেছে ধর্মনগর আরপিএফ। পরবর্তী সময়ে আরপিএফ তাঁদের জিআরপি—র হাতে তুলে দেয়। জিআরপি তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে বলে জানিয়েছেন জনৈক রেল পুলিশ।

তিনি জানিয়েছেন, আজ সকাল ৮:৪২ মিনিটে ধর্মনগর রেল স্টেশন থেকে আরপিএফ দুজন রোহিঙ্গাকে আটক করেছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জানা যায় তারা আগরতলা—সেকেন্দ্রাবাদ ট্রেনে করে হায়দ্রাবাদ যাওয়ার কথা ছিল। র্পবতী সময়ে আরপিএফ দুজন রোহিঙ্গাকে জিআরপিঅফের হাতে তুলে দিয়েছে। জিআরপি তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। তাদেরকে আগামীকাল ধর্মনগর আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

তিনি আরও জানিয়েছেন, দুই রোহিঙ্গা বাংলাদেশের কুতুবপালং এলাকার বাসিন্দা সৈয়দ আলম(২১) ও ফইয়াজুল সালাম(৩৩)।

উদ্বোধন হল রাজ্যের ৭৫২টি বিদ্যালয়ে স্মার্ট ক্লাসরুমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাজ্যে প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। প্রযুক্তিভিত্তিক স্মার্ট ক্লাসরুম ছাত্রছাত্রীদের আরও স্মার্ট হতে সাহায্য করবে। স্মার্ট ক্লাসরুমের পড়াশুনার প্রতি আক'ষ্ট হয়ে ছাত্রছাত্রীরা আরও বেশি করে বিদ্যালয়মুখী হবে। আজ উমাকান্ত একাডেমিতে সমগ্র শিক্ষার অধীনে রাজ্যের ৭৫২টি বিদ্যালয়ে স্মার্ট ক্লাসরুমের ভার্চয়ালি উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী নিপুণ ত্রিপুরা হ্যাণ্ডবুকের আবরণ উন্মোচন এবং বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলিতে রিয়েল টাইম মনিটরিং ড্যাসবোর্ড বিদ্যাদর্পণের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের জন্য ৮১২টি বিদ্যালয়ে স্মাট ক্লাসরুম চালুর ম'রি দিয়েছিল। আজ ৭৫২টি স্কুলে মার্ট ক্লাসরুমের উদ্বোধন হলো। এরমধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৭৪৪টি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৮টি। প্রতিটি স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরিতে ব্যয় হয়েছে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। মার্ট ক্লাসরুমগুলিতে ল্যাপটপ সহ বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকবে। যার মাধ্যমে শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের আধুনিক জ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করবেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি রাজ্য সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। গুণগতমান বজায় রেখে রাজ্যের ছেলেয়েমেদের শিক্ষা প্রদানই হচ্ছে সরকারের মূল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জি বি হাসপাতালে রোগীর মৃত্যু, ভুল চিকিৎসার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। জি বি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃতের পরিবার ভুল চিকিৎসায় ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে অভিযোগ এনে হৈচৈ করেছে। তাঁদের দাবি, ভুল ইনজেকশন দেওয়ার ফলে মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির। পরবর্তী সময়ে পরিবারের পক্ষ থেকে চিকিৎসককে প্রেসক্রিপশন দেখাতে বললে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মৃতদেহ আটকে রেখে দিয়েছে বলে রোগীর পরিজনদের অভিযোগ। ওই ঘটনাকে ঘিরে হাসপাতাল চত্বরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছিল।

মৃতের ছেলে জানিয়েছেন, আজ সকালে ধলেশ্বর এলাকার বাসিন্দা সুজিত ঘোষের শ্বাসকষ্টের সমস্যা হয়েছিল। সাথে সাথে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে জিবি পি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর একটি ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন। কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় কিছু সময়ের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। পরবর্তী সময়ে পরিবারের লোকজন কি ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল তাঁকে, সে বিষয়ে জানতে চাইলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁর মৃতদেহ আটকে রেখে দিয়েছেন বলে অভিযোগ।

তাঁদের আরও অভিযোগ, কর্মরত মহিলা চিকিৎসকের কাছে পরিবারের সদস্যরা লিখিতভাবে ক্ষমা না চাইলে মৃতদেহ দেওয়া হবে না বলে মৃতের পরিবারকে স্পষ্ট জানানো হয়েছিল। ওই ঘটনাকে ঘিরে হাসপাতাল চত্বরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

হাঁপানিয়া বাজারে খাদ্য দপ্তরের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। আবারও বেআইনি মজুতের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে খাদ্য দপ্তর। দপ্তরের আধিকারিকরা শুক্রবার হাঁপানিয়া হাসপাতাল চৌমুহনী এলাকা অভিযান চালিয়েছেন। অভিযানে নেমে অবৈধভাবে মজুত করে রাখা ৭টি সিলিন্ডার এবং একটি দোকান থেকে ন্যায্যমূল্যের দোকানের ১৭৫ কেজি চাল উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি লাইসেন্স না থাকার কারণে একটি দোকানে নোটিশ জারি করা হবে বলে জানিয়েছেন জনৈক আধিকারিক।

এদিন খাদ্য দপ্তরের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, শুক্রবার হাঁপানিয়া হাসপাতাল চৌমুহনী এলাকা বিভিন্ন ফাস্টফুড ও মিষ্টির দোকানে হানা দেওয়া হয়েছে। এদিন একটি টিফিনের দোকান থেকে অবৈধভাবে মজুত করে রাখা ৩টি এলপিজি সিলিন্ডার এবং দোকানের পাশের একটি পরিত্যক্ত স্থান থেকে ৪টি এলপিজি সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেলে কাটা পড়ে তেলিয়ামুড়ায় যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ জুলাই।। তেলিয়ামুড়া থানাধীন মাইগঙ্গা এলাকায় রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হল ২৫ বছরের এক যুবকের। গোটা ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, স্থানীয় বালুছড়া এলাকার রজনী নমঃ দাসের ছেলে অরুণ নমঃ দাস প্রতিনিয়তই মদমত্ত অবস্থায় থাকতো। অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট এলাকায় জনৈক চন্দন দাসের বাড়িতে অবৈধভাবে চোলাই বাংলা মদ বিক্রি হয়। এখান থেকেই অরুণ নমঃ দাস সহ একাংশ যুবক এবং মধ্যবয়স্করা প্রতিনিয়ত নেশা করে থাকে।

বৃহস্পতিবারও যথারীতি প্রচন্ড মদ খেয়ে বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সাথে সামান্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মণিপুরে গণধর্ষণকান্ডের প্রতিবাদে আগরতলায় নারী সমিতির মৌন মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। মণিপুরের বর্বরোচিত ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নামল সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি। শুক্রবার সন্ধ্যায় নারী সমিতির সদর বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে এক মৌন মিছিল শহরের বিভিন্ন পদ পরিক্রমা করে। মুখে কালো কাপড় বেঁধে মিছিলে হাঁটলেন নারীরা। মিছিল থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয় গত চৌঠা মে মনিপুরে দুই নারী উপর বর্বরোচিত গণধর্ষণের ঘটনার।

শুধু তাই নয় সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া তাদের নগ্ন ছবি নিযেও দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় বইছে। সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা এবং ধিক্কার জানাচ্ছে। যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে আইন অনু শাস্তির দাবি জানাচ্ছে তারা। নারী নেত্রী মিতালী ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন ডাবল ইঞ্জিন সরকার থাকা সত্ত্বেও কিভাবে মনিপুরের মতন ঘটনা ঘটলো যা দেশবাসীর কাছে লজ্জার। অথচ দেশের সরকার এবং মনিপুরী সরকার এই নিয়ে কোন কার্যকরী পদক্ষে গ্রহণ করছে না।

সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি অভিযোগ করে রাজ্য একের পর এক নারী নির্যাতন ধর্ষণ অপহরণ মতো ঘটনা ঘটছে অথচ অভিযুক্তরা পার পেয়ে যাচ্ছে। সংগঠন মনে করে অভিযুক্তদের আড়াল করা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে ব্যর্থ রাজ্য প্রশাসন। মনিপুরের এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠন সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে আহবান রাখেন যাতে এর বিরুদ্ধে জোরালো আওয়াজ তুলেন।

মণিপুরের ঘটনায় নিন্দা ও ধিক্কার অনিমেষের সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন জীতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। মণিপুরের ঘটনা নিয়ে তীব্র নিন্দা জানালো বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। আজ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন গোটা ঘটনাটি হৃদয়বিদারক ও লজ্জাজনক। তিপ্র মথা দল এই ঘটনার তীব্র নিন্দাও ধিক্কার জানাচ্ছে। দল দাবি জানাচ্ছে অবিলম্বে দোষীদের কঠোর শাস্তির। একইসঙ্গে মণিপুরে শান্তি ফিরে আসুক এটাই চায় দল। এর জন্য প্রশাসনের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

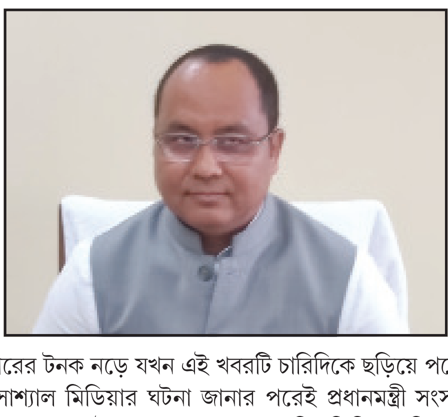

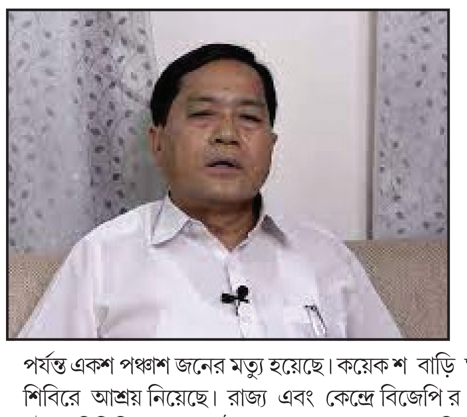

তিনি বলেন মে মাসের হওয়া ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল না হলে তা কেউ জানতো না। অথচ দেশ ও সরকারের টনক নড়ে যখন এই খবরটি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি অভিযোগ করে বলেন সোশ্যাল মিডিয়ার ঘটনা জানার পরেই প্রধানমন্ত্রী সংসদে বলেন যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের কাউকে ছাড়া হবে না। এতদিন তিনি চুপ ছিলেন। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে বেরিয়েছেন। রাজ্যে রথযাত্রা উপলক্ষে বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে মৃতদের শোক- জানিয়েছেন টুইট করে। কিন্তু তার আগে একদিনও মণিপুরে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী টু শব্দও করেননি। অতীতে গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন গোদরা ঘটনা নিয়ে যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেযী মোদীজি কে রাজ ধর্ম পালনের কথা বলেছিলেন এই প্রশ্ন তুলেন বিরোধীদল নেতা। তিনি কটাক্ষ করে বিজেপির উদ্দেশ্যে এও বলেন মনিপুর হয়ে যাওয়া ঘটনা কি সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাসের নমুনা?

এদিকে আদিবাসী অধিকার রাষ্ট্রীয় মঞ্চের জাতীয় কোর্ডিনেশন কমিটি মনিপুরে সংগঠিত ঘটনাবলীর ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংগঠনের জাতীয় আহ্বায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী আজ এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন যে গত উনয়াশি দিন ধরে মনিপুরে দুই জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে যে সংঘর্ষ চলছে এতে এখন পর্যন্ত একশ পঞ্চাশ জনের মত্যু হয়েছে। কয়েক শ বাড়ি ঘর আগুনে পুড়েছে বহু মানুষ ত্রান শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রে বিজেপি র ডাবল ইঞ্জিন সরকার থাকা সত্বেও এই পরিস্থিতি দমনে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি বলে শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী অভিযোগ করেন। তিনি সরকারের এই ভূমিকার নিন্দা করেন। বিশেষ করে আদিবাসী মহিলাদের উপর বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে আদিবাসী অধিকার রাষ্ট্রীয় মঞ্চ।

পাঁচ দফা দাবীতে উচ্চশিক্ষা অধিকর্তাকে ডেপুটেশন যুব কংগ্রেস ও এনএসইউআইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। ৫ দফা দাবিতে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেছে ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই ও যুব কংগ্রেস। শুক্রবার সংগঠনের এক প্রতিনিধিদল উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন।

ডেপুটেশন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এন এস ইউ আই নেতৃবৃন্দ বলেন এবছর উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে অনেক ছাত্র-ছাত্রী বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এসব বিষয় নিয়েই তারা উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাত করে এসব সমস্যা সমাধানের জন্য দাবি জানিয়েছেন। উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে বলে সংগঠনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নানা অভিযোগ নিয়ে প্রতিনিয়ত সরব হচ্ছে রাজ্যের ছাত্র সংগঠনগুলি। তাদের অভিযোগ বহু ছাত্র-ছাত্রী এখনো কলেজে ভর্তি হতে পারেনি।তাই সমস্ত ছাত্র ছাত্রীর পছন্দের কলেজে ভর্তি সুনিশ্চিত করা, বি পি এল-দের ফি মুকুব করা, সাধারণ ডিগ্রী কলেজ ও ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শূন্যপদ পূরণ করা এবং ভর্তির ফি কমানো সহ ৫ দফা দাবিতে উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস।

শুক্রবার যুব কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক এর কাছে ডেপুটেশন জমা দেন। ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সমস্যাগুলি দ্রুত নিরসন করার দাবি জানান।'

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৭৮ ▫ ২২ জুলাই ২০২৩ইং ▫ ৫ শ্রাবণ ▫ শনিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

দারিদ্র-অপুষ্টি-অনাহার বাড়িতেছে

কান পাতিলেই শোনা যায়, ইন্ডিয়া 'ডিজিটাল' হইতেছে। দেশ প্রযুক্তিতে দারুণ উন্নতি করিতেছে। কৃষি, শিল্প সব ক্ষেত্রেই উন্নত প্রযুক্তি আসিতেছে, ফসল উৎপাদনের নিত্য নতুন পদ্ধতিও আবিষ্কার হইতেছে। কম সময়ে বেশি উৎপাদন করারও নানা উপায় আসিয়াছে। অথচ দারিদ্র-অপুষ্টি-অনাহার বাড়িতেছে। ক্রমশ ক্ষুধাতালিকায় নিচের দিকে নামিতেছে দেশ। এমনকি শিশুরাও প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবারটুকু পাইতেছে না। বাড়িতেছে শিশুমৃত্যুর হার, শিশুর অপুষ্টি। এসব কেন ঘটিতেছে, প্রশ্ন তুলিলেই এক দল ধুরন্ধর বলেন, আরে মশাই ওসব বলে লাভ নাই। পপুলেশন না কমিলে কিছুই করা যাইবে না। এত মানুষ যাইবে কোথায়, এতজনের খাবার, চাকরি জোগাইবে কে? তাঁহাদের মতে, জনসংখ্যাই হইতেছে যত নষ্টের গোড়া। সমাজের যাবতীয় সংকট, বেকারি, অপুষ্টি ইত্যাদির জন্য দায়ী নাকি ওই 'পপুলেশন'। তাহাদের মতে, জনসংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে বলিয়াই সবার খাদ্য মিলিতেছে না, সবার কাজ জুটিতেছে না।গভীরে ভাবিলে বোঝা যায়, এই প্রচার কতখানি ফাঁপা। সত্যিই কি সবার জন্য খাদ্য নাই? বাজারে, শপিং মলে গেলে থরে থরে সাজানো খাদ্যপণ্য। বাজারে খাবারের অভাব কি আদৌ দেখা যায়? এ ছাড়া অপুষ্টিতে ভুগছে কাহারা? কখনও শোনা গেছে, আম্বানি-আদানির মতো শিল্পপতি বা তাহাদের পরিবারের কারও খাবার বা কাজ বা অন্য কোনও কিছুর অভাব হইয়াছে? এ সমাজে একটা ছোট শিশুও জানে, যত অনাহার , যত বেকারি ,যত অভাব-অনটন সব শুধু নিচের তলার খাটিয়া খাওয়া মানুষের জন্য। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষের দুর্দশা যতই বাড়িতেছে, মুষ্টিমেয় এক শ্রেণির সম্পদও ততই ফুলিয়া ফাপিয়া উঠিতেছে।বিগত দুই বছরের করোনা অতিমারির কথাই যদি ধরি, আমাদের দেশে হঠাৎ ঘোষিত লকডাউনে যখন গোটা দেশের পরিবহন অবরুদ্ধ, পরিযায়ী শ্রমিকরা মাইলের পর মাইল হাটিয়া বাড়ি ফিরিয়াছেন, পথশ্রমে অনাহারে অসুস্থতায় মারা যাইতেছেন, লক্ষ মানুষের কাজ চলিয়া যাইতেছে, হাসপাতালের বেডে অক্সিজেনের অভাবে মানুষ ছটফট করিতে করিতে মারা যাইতেছে।সেই সময়ই কিন্তু আম্বানি আদানি সহ দেশের বড় বড় শিল্পপতিরা একশো গুণ দুশো গুণ মুনাফা বাড়াইয়াছেন। বিশ্বের ধনকুবেরদের তালিকায় ভারতের অনেক পুঁজিমালিক নতুন করিয়া স্থান পাইয়াছে। গোটা দেশের টালমাটাল অর্থনীতির আঁচটুকুও তাহাদের গায়ে লাগেনি। সুতরাং, দেশে সম্পদ নাই, খাদ্য নাই এমন নয়। টন টন খাবার গুদামে পচিয়া নষ্ট হইতেছে। দাম না পাইয়া অসহায় চাষিরা নিজের শ্রম নিংড়ে ফলানো ফসল জ্বালাইয়া দিতেছে। তাহা সত্ত্বেও দারিদ্র-অভাব এর কথা উঠিলেই জনসংখ্যা কমানোর প্রশ্ন তোলা হয় কেন?আসলে এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের অনেকেরই এটা নিজস্ব মত নয়। বাজারচলতি মিডিয়া, ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপের মতো মাধ্যম মূলত এমনটাই প্রচার করিয়া থাকে। এমনকি স্কুল-কলেজের বইতেও দারিদ্রের কারণ হিসাবে 'জনসংখ্যা বৃদ্ধি'কেই একটা প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে দেখানো হয়। এর তীব্রতা বোঝাইতে কেতাবি নাম দেওয়া হয় 'জনবিস্ফোরণ'। প্রচার এমনভাবে চলে যে, বেশিরভাগ মানুষেরই তলিয়ে ভাবা বা তথ্য-পরিসংখ্যান মিলাইয়া দেখিবার কথা মনে থাকে না। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেশিরভাগ দেশের সরকার-প্রশাসন এবং তাদের টাকায় চলা নানা প্রতিষ্ঠান এই প্রচারে একেবারে সামনের সারিতে থাকে। আমাদের দেশেও যে সরকারই ক্ষমতায় থাক, তাহারা মাঝে মাঝেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়া ভয়ানক উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে। সাধারণ মানুষের ভোটে জিতিয়া ক্ষমতায় বসা সরকারগুলোর মানুষের প্রতি দায়িত্ব, নাগরিকের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এর অধিকার সব পিছনে চলিয়া যায়, সামনে আসে শুধু ওই জনসংখ্যা। ভাবখানা এমন, যেন মানুষ হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াই এই সাধারণ মানুষগুলো মহা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে, প্রবল সদিচ্ছা সত্ত্বেও এতগুলো মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে অপারগ হইতেছে।

ট্রেন ও মেট্রোতে অপরিমিত ভিড় একুশে জুলাইয়ের সমাবেশকে ঘিরে এবারও উন্মাদনা তুঙ্গে

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি.স.): তৃণমূল কংগ্রেসের একুশে জুলাইয়ের শহিদ দিবসের সমাবেশকে ঘিরে এবারও উৎসাহ ও উন্মাদনা চোখে পড়েছে। দূরের জেলার মানুষজন অনেক আগেই সমাবেশস্থলে এসে গিয়েছিলেন, আর শুক্রবার সকাল থেকে ধর্মতলার সমাবেশস্থলে আসতে শুরু করেছেন কলকাতা লাগোয়া জেলার তৃণমূল কংগ্রেস নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা। আর তাই শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশনগামী লোকাল ট্রেন ও মেট্রোগুলিতে মাত্রাতিরিক্ত ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে। কলকাতার বিভিন্ন জায়গা থেকে মিছিল করে ইতিমধ্যেই তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা পৌঁছতে শুরু করেছেন সমাবেশস্থলের দিকে।
কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে ধর্মতলা চত্বর। কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশের কড়া নজরদারি রয়েছে। একই সঙ্গে পুলিশ কুকুর এবং ড্রোন দিয়েও নজরদারি চালানো হচ্ছে সমাবেশ চত্বরে। আর্মহার্স্ট স্ট্রিট, বিধান সরণি (কে সি সেন স্ট্রিট থেকে বিবেকানন্দ রোড), কলেজ স্ট্রিট, ব্রাবোর্ন রোড, স্ট্র্যান্ড রোড (হেয়ার স্ট্রিট থেকে রাজা উডমান্ট স্ট্রিট), বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, নিউ সিআইটি রোড, রবীন্দ্র সরণি (বি কে পাল এভিনিউ থেকে লালবাজার স্ট্রিট) দিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।
প্রসঙ্গত, ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই তৎকালীন রাজ্য যুব কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্রের দাবিতে 'মহাকরণ অভিযানে' নেমেছিল যুব কংগ্রেস। সেই আন্দোলনে কলকাতার রাস্তায় পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মী। তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই ২১ জুলাই 'শহিদ দিবস' পালন করে তৃণমূল।

মহারাষ্ট্রের রায়গড়ে ভূমিধসে মৃত্যু বেড়ে ১৬, কাদামাটিতে এখনও অনেকের আটকে থাকার শঙ্কা

রায়গড়, ২১ জুলাই (হি.স.): মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলায় ভূমিধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে পৌঁছেছে ১৬-তে, কাদামাটিতে এখনও বেশ কিছু মানুষ আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভূমিধসের ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্ততপক্ষে ৭৫ জন। প্রাণ বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা এখনও চালিয়ে যাচ্ছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দল। শুক্রবার সকালেও ভূমিধস-কবলিত এলাকায় উদ্ধারকাজ চলতে থাকে জোরকদমে।শুক্রবার সকালে এনডিআরএফ-এর ৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের ইন্সপেক্টর রাহুল কুমার রঘুবংশ বলেছেন, 'আমরা তিন ধরনের তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছি, এটি খুবই চ্যালেঞ্জিং ট্রেক, যদিও এ জন্য আমরা প্রশিক্ষণরত।' বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রায়গড়ের খালাপুর তহসিলের ইরশালওয়াড়ি গ্রামে আচমকা ধস নামে। পাহাড়ের উপর বেশ কয়েকটি বাড়ি ধসে যায়। মাটিতে বসে যায় কিছু কিছু বাড়ি। ওই এলাকার মোট ৪৮টি পরিবার এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ছিল ১৩, রাতের অন্ধকারের জন্য উদ্ধারকাজ বন্ধ রাখা হয়। শুক্রবার সকালে পুনরায় শুরু হয় উদ্ধারকাজ। এখনও পর্যন্ত মোট ১৬টি দেহ উদ্ধার হয়েছে।

মহাকালের মহারথী

অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

লাভপুরে রয়েছেন পরিচালক। রাঙামাটির দেশে আঁধার নেমেছে। প্রবীণ সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালককে শোনাচ্ছেন মহাভারতের উদ্যোগপর্বের কাহিনি। হঠাৎ এক বৃদ্ধা এসে তারাশঙ্করকে প্রণাম করলেন।
"কে রে নসু নাকি আয় আয়।" পরিচালককে ইঙ্গিত করে বৃদ্ধাকে তারাশঙ্কর বললেন, "এই বাবু এসেছেন, তোদের নিয়ে সিনেমা করতে।" পরিচালককে জানালেন, এই হলেন 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র নসুবালা। পরিচালক তপন সিংহ দেখলেন, বৃদ্ধা নন, আসলে নসুবালা পুরুষ। ভাবে-ভঙ্গিতে, পোশাকে, মনে নারী! প্রিয় 'নস্যে'কে গান শোনাতে বললেন সাহিত্যিক। দু'জনকে 'কত জন্ম জন্মান্তরের অকৃত্রিম বন্ধু' বলে মনেহল পরিচালকের।
তপন সিংহের সঙ্গে এক দিন তারাশঙ্কর গেলেন ময়ূরাক্ষীর তীরে, এক গ্রামে। মাটির বাড়ি। হাঁক দিতেই বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ। হাউহাউ করে সে কী কান্না। বন্ধুকে তারাশঙ্কর বলছেন "শান্ত হ, শান্ত হ'।" মানুষটি তাঁরই সহপাঠী, 'আরোগ্য-নিকেতন'-এর ডাক্তার। পুত্রশোকে অধীর।
তারাশঙ্কর এমনই। মহাভারতের গল্প বলতে-বলতে যেন গত যুগের বাংলার লোকবিশ্বাসের কথা বলেন তিনি। আবার নতুন যুগের পরিচালককে পরিচয় করিয়ে দেন তাঁর কালের সঙ্গে।

ঘরের কথা ঃ বস্তুত, এই মহাকালের সঙ্গে সখ্যটির শুরু বাড়ি ও জন্মস্থান লাভপুর থেকে। তারাশঙ্করের (ডাক নাম হবু) জন্ম ২৩ জুলাই, ১৮৯৮-এ। বাবা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মা প্রভাবতী দেবী। পুত্রকামনায় তারার পুজো করা হয়েছিল। হরিদাস গত যুগের প্রতিনিধি। যুগের গুণ-বদগুণ, সবই উপস্থিতি তাঁর মধ্যে। জীবনে বদলটা ঘটল ইংরেজি শিক্ষিত প্রভাবতীর সান্নিধ্যে। এই দুই কালকে এক সুতোয় বাঁধছেন ছেলে তারাশঙ্কর। বাবা প্রয়াত হয়েছেন। স্বামীর দেহের পাশে বৈধব্য বেশে প্রভাবতী বসে। ছেলের মনে হল, "...আমার বাবা আমার কালের অর্ধাঙ্গ আমার জ্যোতির্ময়ী প্রদীপ্তদৃষ্টি শুভ্রবাস পরিহিতা তেজস্বিনী মা আমার কালের অর্ধাঙ্গ।" এই মা-ই তাঁর 'ধরিত্রী'। প্রভাবতী তাঁর কালের গুণেই হয়তো ছেলের মনে বেঁধেছেন স্বদেশবোধ, লেখালিখি শিক্ষার রাখি।
মায়ের সঙ্গে, স্ত্রী উমাশশীরও লেখকের জীবনে গভীর প্রভাব। ১৯১৬-য় বিয়ে। দম্পতির সন্তানেরা: সনৎকুমার, সরিৎকুমার, গঙ্গা, বুলু, বাণী। স্ত্রীকে বলেন 'বড়বৌ'। স্ত্রীর কাছে কখনও লেখক অপমানিত হওয়ার কথা বলছেন। কখনও আবার চাইছেন সাহায্য: "...তোমার কাছে ভিক্ষে করছি।... দু'শো টাকা তুমি আমাকে দাও।" শেষ পর্যন্ত স্ত্রীকেও বাঁধছেন শব্দ-অনুভবের মায়াডোরে, "সে যে আমার জীবনকে জুড়ে রয়েছে মাটির বুকের উপরে বয়ে যাওয়া নদীর মত।"
পিসিমা শৈলজাদেবীর প্রভাবে উমাশশীর সঙ্গে দাম্পত্যের প্রথম-পর্বের 'সকল মাধুর্য ও সরলতা প্রায় ঝলসে' যায়। তারাশঙ্করের দৌহিত্রী কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় শৈলজাদেবীকে অত্যন্ত রাগী ও মুখরা হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। হয়তো পারিবারিক মূল্যবোধের কারণেই পিসিমা সম্পর্কে তারাশঙ্করের অভিধা, 'তেজস্বিনী এবং দৃপ্তভাষিণী'।
আসলে, মহাকালের কালখণ্ড সমাজ-পরিবেশ-অর্থনীতি-রাজনীতি মানবজীবনের মূল্যবোধ নির্মাণ করে, বদলে দেয়। তারাশঙ্কর তা প্রত্যক্ষ করেছেন জন্মভূমিতেই। দেখছেন, পাঁচ-আট হাজার টাকার জমিদারির সঙ্গে লক্ষ-লক্ষ টাকার ব্যবসায়ীদের লড়াই। দেখছেন, লাভপুরের গ্রাম থেকে মফস্সল হয়ে ওঠা। জমিদারের মাইনর স্কুলের জায়গায় হাই ইংলিশ স্কুলে খেমটা নাচ, ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, রামপুরহাটে দুকড়িবালা দাসীর গ্রেফতার, লাভপুর স্কুলের শিক্ষকদের বিলিতি কাপড়ে অগ্নি-সংযোগ, থিয়েটারের ড্রপসিন, গ্রন্থাগারের রবার স্ট্যাম্পে 'বন্দে মাতরম শব্দ মুছে যাওয়া দেখছেন সবই।
লাভপুরেই প্রাথমিক পড়াশোনা। দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় লাভপুর যাদবলাল এইচ ই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশনে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে, বহরমপুর কলেজ ঘুরে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স ও সাউথ সাবআরবান কলেজ। কিন্তু রাজনীতি ও ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য পড়া শেষ হয়নি।

রাজনীতির পাকদণ্ডী ঃ মহাকালের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রাজনীতি। তারাশঙ্কর আদ্যোপান্ত রাজনীতি-সচেতন মানুষ। তাই তাঁকে অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে কংগ্রেসে যোগ দিতে, ম্যালেরিয়া নিবারণী বাহিনীর নেতা হিসেবে বীরভূমের গ্রামে-গ্রামে ছুটে বেড়াতে দেখা যায়।
কিন্তু এই রাজনীতির সূত্রে এসেছে বিপর্যয়ও। বর্ণনা দিচ্ছেন তারাশঙ্করের বন্ধুস্থানীয়, তথা পরে টালা পার্কের পাড়ার লোক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। জানাচ্ছেন, সিউড়ির মহকুমাশাসক তখন মণি সেন। তারাশঙ্করের বিশেষ ঘনিষ্ঠ তিনি। মহকুমাশাসকের অনুরোধ, "তারাশঙ্করবাবু, আপনি এক বার শুধু বলুন, রাজনীতি আপনি ছেড়ে দেবেন। এ সব নোংরা কাজ আর করবেন না।" তারাশঙ্করের উত্তর, "দেশকে আমি ভালবাসি। আপনি একে নোংরা কাজ বলছেন? ছি!" অতএব, কারাবাস, সিউড়ি জেলে, চার মাস। আসলে তারাশঙ্করের রাজনৈতিক জীবনে তাঁকে যেন 'স্থির আলোকোজ্জ্বল পথরেখা'টি দেখিয়েছেন মোহনদাস কর্মচন্দ গান্ধী। তাই বোধহয় অগস্ট আন্দোলনের ছায়া থাকে 'গণদেবতা', 'মন্বন্তর', 'পঞ্চগ্রাম' প্রভৃতিতে।
স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র তাঁকে 'পদ্মশ্রী', 'পদ্মভূষণ' ইত্যাদি সম্মান দিয়েছে এ-ও ঠিক। বিধান পরিষদ, রাজ্যসভার মনোনীত সদস্যও হয়েছেন। কিন্তু কংগ্রেসের দলীয় রাজনীতি তারাশঙ্করকে রক্তাক্ত করেছে। ১৯৫৫-র দিনপঞ্জি থেকে বিষয়টি জানা যায়। বিনোবা ভাবে বাঁকুড়ায় এলে, ভূদান হিসেবে পৈতৃক সম্পত্তির টাকা দান করলেন তারাশঙ্কর। সঙ্গে-সঙ্গে অতুল্য ঘোষের খোঁচা, কংগ্রেসের তহবিলে কিছু না দিয়ে এমন কাজ করার অর্থ আদতে নাম কেনার চেষ্টা! তারাশঙ্করের মনে হল, এ যেন পিছন থেকে কেউ পিঠে ছুরি বসাল। কংগ্রেসের দলীয় কোন্দল যে তিনি পছন্দ করেননি, তার প্রমাণ 'যুগান্তর'-এ প্রকাশিত 'গ্রামের চিঠি'। এ সবের জন্যই বোধহয় বলেছেন, "কোন রাজনৈতিক দলের কোন সংস্পর্শে আসতে আমার রুচি নেই।"
সমস্যা বেধেছে বামপন্থীদের সঙ্গে, 'মন্বন্তর' উপন্যাসের সূত্রে যা বাড়ে। কিন্তু ইনিই আবার মার্কবাদী বুদ্ধিজীবীদের প্রাধান্য থাকা 'অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট রাইটার্স অ্যান্ড আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন'-এরও সভাপতি। সেখানে সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে বিরূপ কথা বলা হলে, সংগঠনটি ত্যাগ করলেন তারাশঙ্কর। পরে অনুরোধে ফিরে এলেও, এ সব আলোচনা নিয়মবিরুদ্ধ করা হয়। সুভাষের সঙ্গে তারাশঙ্করের সম্পর্কটি যে অন্য সূত্রে বাঁধা। অতীতে, বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তখন গুরুসদয় দত্ত। তাঁর 'ব্রতচারী' তখন বীরভূমে হিল্লোল তুলেছে। কিন্তু তা নিয়ে ব্যঙ্গ-কবিতা ছাপা হল তারাশঙ্করের বোলপুরের ছাপাখানা থেকে। জামানত চাওয়া হল। সুভাষচন্দ্রের পরামর্শেই জামিন নিলেন না। তবে ছাপাখানায় তালা পড়ল। সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধার সাক্ষ্য দেয়, তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস চৈতালী-ঘূর্ণি'র উৎসর্গপত্র।
আসলে, মহতী মানুষকে স্বীকৃতি দিতে পারেন তারাশঙ্কর। তাই কমিউনিস্টদের সঙ্গে মতবিরোধ থাকলেও তিনি বলতে পারেন, "...রুশ বিপ্লব এবং মহান লেনিনই সকল মানুষের মুক্তির বার্তা ও পন্থাই আমাকে প্রথম জ্ঞাপন করেছিলেন।" লেনিন সম্পর্কে ব্যবহার করছেন 'আশ্চর্য মানববন্ধু', 'পথপ্রদর্শক'-এর মতো শব্দ।

শব্দ-কথায় ঃ তবে রাজনীতি নয়, সাহিত্য। তাঁর সাধনক্ষেত্রটি বুঝতে দেরি করেননি তারাশঙ্কর। প্রথম জীবনে অল্পবিস্তর কবিতা, নাটক ইত্যাদি লিখেছেন। কিন্তু তাঁর মূল ক্ষেত্র, কথাসাহিত্য। নিজেও বলেন, "...আমি আসলে ঔপন্যাসিক। গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম লিখে আমি উপন্যাস রচনার পূর্ণতৃপ্তি পেয়েছি।"
তবে লেখক-জীবনের প্রথম পর্ব জুড়ে অবহেলা আর অবজ্ঞা। চৈতালী-ঘূর্ণি' বাজারে ভাল কাটেনি। বইয়ের 'দপ্তরী' এসে টাকা চাইলেন। জানালেন, গুদামে রাখার জায়গা নেই। হয় বই নিতে হবে, না হলে পুরনো কাগজের দরে বিক্রি করে দেবেন। সাহায্য করলেন সজনীকান্ত দাস। পরেও অবিক্রীত বই নিয়ে গল্প শুনিয়েছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বই চাইতেই, তারাশঙ্কর অবিক্রীত ও স্তূপীকৃত বইয়ের মধ্যে থেকে 'কবি' বার করলেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মজা করে বললেন, "কি ভাই, যে মাল বাজারে কাটে না, সেইটেই হাতে গছিয়ে দিলে?" পরে পড়তে গিয়ে বুঝলেন, কী অপূর্ব সে সৃষ্টি।

বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ এক লেখকের অর্থাভাবের প্রসঙ্গ রয়েছে লেখকের নিজের কথাতেই। তখন ম্যালেরিয়া ভয়াবহ রোগ। জ্বরে অজ্ঞান মেয়ে গঙ্গা। প্রথম দিন ডাক্তারের টাকা মিটিয়েছেন শিল্পী যামিনী রায়। পরের দিন 'প্রবাসী'র অফিসে পাওনা ৭৫ টাকা চাইতে গেলেন তারাশঙ্কর। জানানো হল, দশ দিন পরে আসতে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে অভুক্ত তারাশঙ্কর। চোখ ফেটে জল। পকেটে অবশিষ্ট আনা তিনেক পয়সা দিয়ে এক মুঠো মুড়ি আর ছোলা জুটল।

বললেন, "এদেশের দুর্ভাগ্য যে এমন বই-এর এখনও প্রথম সংস্করণ কাটেনি।" সঙ্গে সঙ্গে, তারাশঙ্কর দিলেন 'রাইকমল'। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের উপলব্ধি: "তোমার সব বই যদি সাহিত্য থেকে মুছেও যায় তাহলে জানবে, কবি ও রাইকমল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যেও অমর...।"
বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ এক লেখকের অর্থাভাবের প্রসঙ্গ রয়েছে লেখকের নিজের কথাতেই। তখন ম্যালেরিয়া ভয়াবহ রোগ। জ্বরে অজ্ঞান মেয়ে গঙ্গা। প্রথম দিন ডাক্তারের টাকা মিটিয়েছেন শিল্পী যামিনী রায়। পরের দিন 'প্রবাসী'র অফিসে পাওনা ৭৫ টাকা চাইতে গেলেন তারাশঙ্কর। জানানো হল, দশ দিন পরে আসতে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে অভুক্ত তারাশঙ্কর। চোখ ফেটে জল। পকেটে অবশিষ্ট আনা তিনেক পয়সা দিয়ে এক মুঠো মুড়ি আর ছোলা জুটল। কাত্যায়নী বুক স্টলে গিরীন সোমের কাছে পৌঁছলেন। গিরীন একশো টাকা আর দু'টি মিষ্টি সাজিয়ে দিলেন। 'কালিন্দী' ছেপেছিল ওই প্রকাশনা সংস্থাই। পর পর বেরোল 'কবি', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম'। আর পিছন ফিরে তাকাননি তারাশঙ্কর।
তবে সমালোচকদের একাংশের মতে, তারাশঙ্করের লেখা নাকি, স্থূল! বুদ্ধদেব বসু এক কদম এগিয়ে এ-ও বলেছেন, তারাশঙ্কর জানতেন না, কী ভাবে লিখতে হয়! এ সব অভিযোগ ভিত্তিহীন ঠেকেছে খোদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। তারাশঙ্কর দু'টি বই পাঠিয়েছেন কবির কাছে। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "রাইকমল গল্পটির রচনার রস আছে এবং জোর আছে তা ছাড়া এটি যোলো আনা গল্প, এতে ভেজাল কিছু নেই।" অন্য বইটি, 'ছলনাময়ী'। স্থূলতার অভিযোগ উড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, তারাশঙ্করের গল্পে 'বাস্তবতা সত্য হয়েই দেখা দেয়'।
লেখালিখির সূত্রেই রবীন্দ্র পুরস্কার, অকাদেমি, জগত্তারিণী পদক, জ্ঞানপীঠ, নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডক্টরেট প্রভৃতিতে ভূষিত হন তারাশঙ্কর।
জহুরি রবীন্দ্রনাথের বলা 'বাস্তবতা'র প্রত্যক্ষ কালচিহ্ন তারাশঙ্কর-সৃষ্ট বহু চরিত্রেও। 'পদচিহ্ন'-এর গোপীচন্দ্র চরিত্রটি লাভপুরের যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 'শুকসারী-কথা'র সীমা আসলে লাভপুরের দুর্গা পাল, 'পঞ্চগ্রাম'-এর স্বর্ণময়ী বাস্তবে লাভপুরে দেখা অন্নপূর্ণা পাল। তাঁর গাড়ির চালক, বীরভূমের মহুটা গ্রামের বাসিন্দা করালী মণ্ডল 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় 'করালী কাহার'। চালক করালীকে তারাশঙ্কর বলেছিলেন, "দেখিস তোকে বাঁচিয়ে রাখব...।" মানুষকে 'বাঁচিয়ে রাখার' তাগিদটা বাস্তবেও তাড়া করেছে তারাশঙ্করকে। বন্ধু কালিকানন্দ অবধূত এক বার সমস্যায় পড়েছেন। সমস্যা সমাধানে, অবধূতের বিখ্যাত 'মরুতীর্থ হিংলাজ' প্রকাশে প্রধান সহায়ক হন তারাশঙ্কর। কখনও আবার সাহিত্যিক স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের সময়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে ফোন করেন। আবার এক দিন তারাশঙ্কর লিখছেন বাড়িতে। হাজির মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্করের মনে হল যেন 'ভগ্নপ্রায় জয়স্তম্ভ'। মানিককে যাতে সাহায্য করা যায়, সে জন্য 'অবশ্য কর্তব্য' হিসাবে হুমায়ুন কবীরকে চিঠি লিখলেন তিনি।
তারাশঙ্কর মুখ্যত কথাসাহিত্যিক হলেও, তাঁর কলম চলেছে রঙ্গমঞ্চেও। লাভপুরে 'বন্দেমাতরম থিয়েটার', তিনকড়ি চক্রবর্তী, নরেশ মিত্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়দের আনাগোনা শৈশব থেকেই তারাশঙ্করকে যেন এক মায়ারাজ্যে নিয়ে গিয়েছে। এই জীবনে তাঁর প্রেরণা লাভপুরেরই বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই প্রেরণায় তারাশঙ্কর লিখেছেন 'মারাঠা তর্পণ' নাটক। কিন্তু অপরেশচন্দ্র না পড়েই সেটি ফিরিয়ে দেন। পরে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে 'রাইকমল' নিয়ে নাটক করতে আগ্রহী হন স্বয়ং শিশিরকুমার ভাদুড়ী। কিন্তু স্টার থিয়েটার ছেড়ে দেওয়ায় তা আর মঞ্চস্থ করেননি তিনি। যদিও 'কালিন্দী', 'আরোগ্য-নিকেতন', 'কবি', 'দুই পুরুষ', 'পথের ডাক' প্রভৃতির অভিনয়ে তারাশঙ্করের মঞ্চসাফল্য ধরা আছে।
যাত্রার জগৎকেও দেখেছেন নিবিড় ভাবে। তারই প্রতিফলন, 'মঞ্জরী অপেরা', 'অভিনেত্রী'। পরে, তারাশঙ্করের 'সপ্তপদী' করে যাত্রামঞ্চে তুফান তোলেন যাত্রাভিনেতা স্বপনকুমার। মঞ্চের পাশাপাশি তারাশঙ্করের গল্প নিয়ে সিনেমা হয়েছে অন্তত ৩৬টি। এখানেও বিগত কালের প্রতি কতটা আগ্রহ ছিল তারাশঙ্করের তা টের পাওয়া যায় একটি ঘটনার সূত্রে। সত্যজিৎ রায় 'জলসাঘর'-এর দৃশ্যগ্রহণের জন্য নিমতিতার জমিদারবাড়িটি পছন্দ করলেন। তারাশঙ্কর জানতে চাইলেন, সেটি উপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীদের জমিদারবাড়ি কি না। সত্যজিৎ জানান, তা-ই। ঘটনা হল, বাংলার জমিদারদের নিয়ে একটি বই থেকে তারাশঙ্কর উপেন্দ্রনারায়ণের কথা জেনেছিলেন। তিনিই জলসাঘরের বিশ্বম্ভর রায়।

টালা পার্কের তারাবাবু

পূর্ণ সময়ের লেখক হিসেবে তারাশঙ্করই সম্ভবত প্রথম বাঙালি, যিনি উত্তর কলকাতার বর্ধিষ্ণু অঞ্চল টালা পার্কে বাড়ি-গাড়ির মালিক হন। যদিও, মহানগর যেন তাঁকে সংগ্রামের মধ্যে স্থিতধী হওয়ার শিক্ষা দিয়েছে। সাক্ষী, সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর বৌবাজারের একটি মেসে থাকেন। গায়ে-গায়ে ঘর। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ। বিভূতিভূষণ দেখলেন, মাদুর পেতে আধশোওয়া অবস্থায় লিখছেন তারাশঙ্কর। সামনে পড়ে এক মুঠো টান দেওয়া সিগারেট। বিভূতিভূষণকে দেখে বললেন, "প্রবাসীর জন্যে একটা গল্প শেষ করছি।" গল্পটি, 'অগ্রদানী'!
আবার, মনোহরপুকুরের সেকেন্ড লেনে টিনের ছাউনি দেওয়া ঘরে দেড় বছর কাটিয়েছেন। সেখানে বসেই লেখা 'জলসাঘর', 'ছলনাময়ী', 'শ্মশান-বৈরাগ্য', 'আগুন' প্রভৃতি। ছেলে সরিতের স্মৃতিতে অম্লান ১/১ এ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, বাগবাজারে ভাড়াবাড়ির দৃশ্যফাইবারের ছোট সুটকেস কোলে রেখে, দোয়াত-কলমে লিখছেন তারাশঙ্কর। পুজোর খরচ মেটাতে পর পর লিখছেন 'বন্দিনী কমলা', 'কবি' উপন্যাস, 'রাঙাদিদি', 'চোরের পুণ্য' ইত্যাদি ছোটগল্প। সংসারের চাপে ইচ্ছা থাকলেও কেনা হয়নি ঝর্না কলম। পরে 'কালিন্দী' প্রকাশ হলে কিনেছেন জীবনের প্রথম ঝর্না কলম, শেফার্স।
তবে মহানগর অর্থকষ্টের থেকেও গুরুতর একটি আঘাত দেয়। তারাশঙ্করের কাহিনি অবলম্বনে তৈরি 'সন্দীপন পাঠশালা' সিনেমাটিতে না কি মাহিষ্য সম্প্রদায়কে হেয় করা হয়েছে। হাওড়ার একটি ব্যায়াম সঙ্ঘের রজতজয়ন্তী উৎসবের সভাপতি হয়েছেন তারাশঙ্কর। ফিরছেন গাড়িতে। হঠাৎ হামলা পঞ্চাননতলা রোডে। মারধর, গাড়ি ভাঙচুর চলল। ঠোঁট-কপাল থেকে ঝরল রক্তও।
এ সবের পরেও আত্মভোলা এক বীরভূমের তরুণই যেন মহানগরের বুকে ঘুরে বেড়ান। পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে রয়েছে, টালা পার্কে প্রতি বিকেলে তারাশঙ্করের হাঁটতে যাওয়ার ছবি। দেখা গেল, এক দিন বেশ টাইট জামা পরে দাঁড়িয়ে সাহিত্যিক। কৌতূহল দেখে বললেন, 'আমার জামাটা হাতের কাছে পেলাম না। তাই নাতির জামাটা পরেই বেরিয়ে এলাম!'
কিন্তু নাগরিক হলেও, তারাশঙ্কর মনে-মনে বরাবরই রাঙামাটির দেশেরই লোক। সাক্ষ্য নাতি হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ষাটের দশকে লাভপুরে তারাশঙ্কর। এসেছেন হিমাদ্রিও। এক দিন নাতিকে বললেন, "এটাই আমার আসল বাড়ি। কলকাতাটা তোমাদের।" নাতিকে গ্রাম দেখাতে বেরোন পিতামহ। লাভপুর আর মহাগ্রামের সীমানা। রাস্তার ধারে বিরাট বকুল গাছ। দাঁড়ালেন তারাশঙ্কর। বললেন, "এই-যে বকুল গাছটা দেখছ, আর দূরে যে ভাঙা বাড়িটার অংশটুকু দেখা যাচ্ছে, ওরা দুজনেই 'আরোগ্য-নিকেতন'-এর বিষয়বস্তু।"
বস্তুত, 'আরোগ্য নিকেতন' বইটি বোধহয় তারাশঙ্করের বিশেষ প্রিয়। তাই বড় জামাই শান্তিশঙ্কর অকালে প্রয়াত হলে, হঠাৎ টালা পার্কেরই বাসিন্দা সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে হাজির হলেন তারাশঙ্কর। দিলেন 'গীতবিতান', 'সঞ্চয়িতা'। সঙ্গে ওই বইটিও। বললেন, "শান্তির স্মৃতিতে দিচ্ছি... নিয়ম আছে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের এই সময় বই দিতে হয়। তোমরাই আমার কাছে ব্রাহ্মণ।"
প্রণাম করলেন নরেন্দ্রনাথ। তাঁর মনে হল, 'আমি ব্রাহ্মণও নই, পণ্ডিতও নই। কিন্তু একটি মুহূর্তের জন্যে তাঁদের প্রতিভূ হলাম।'

তবু অনন্ত ঃ জামাইয়ের মৃত্যুর অভিঘাতে সংসারের জন্যই, ৬৪ বছর বয়সে 'যুগান্তর'-এ কিছু দিন চাকরি করতে হয় তারাশঙ্করকে। কিন্তু 'লেখক-সত্যের কমান্ড ছাড়া অন্য কোন কমান্ডের অধীন' যে নন! কিছু দিন পরে চাকরি ছেড়েও দিলেন। যে দিন পদত্যাগ, সে দিনই তাঁকে দেখা গেল ছবি আঁকতে। 'রেখার যাত্রী' তারাশঙ্কর 'সপ্তপদী' উপন্যাসের কৃষ্ণেন্দু, 'যাদুকরী', 'পুণ্ডরীক', 'স্বপ্নকন্যা'-সহ প্রায় ৭০টি ছবি এঁকেছেন বলে অসমর্থিত সূত্রের দাবি। ছবির বিষয়, প্রকৃতি, প্রতিকৃতি ও অবশ্যই মৃত্যুবোধ।
মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অধ্যাত্মচেতনা তারাশঙ্করের অল্প বয়সেই ঘটেছে। মেয়ে বুলুর প্রতি তারাশঙ্করের প্রতি একটু যেন বেশিই টান। বুলুকে এক আত্মীয়া কালো বলে খুব অপমান করলেন এক দিন। ছেলে সরিতের স্মৃতিতে রয়েছে: অপমানিত বুলুর তারাশঙ্করের কোলে আশ্রয় নিয়ে কান্নার দৃশ্যটি। সে বলে, "...বাবা তুমি কালো আর আমি কালো এই বাড়িতে আর সবাই ফর্সা।" এই আদরের মেয়েটিই ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় মাত্র বছর ছয়েক বয়সে মারা যায়। শোকে অধীর তারাশঙ্কর যেন প্রত্যক্ষ করেন 'অনন্ত এক রাত্রি'।
জীবনের অর্থ সন্ধানে তারাশঙ্কর চাইলেন দীক্ষা, এমনকি সন্ন্যাস নিতেও। বাড়িও ছাড়েন এক বার। মন শান্ত হলে টের পান ঈশ্বর-অনুভূতি। এই অনুভূতিই তাঁকে সহ্য করার ক্ষমতা দিয়েছে। সে ক্ষমতা টের পেয়েছেন কাজী নজরুল ইসলামও। তারাশঙ্করের শিশুপুত্রটির মৃত্যু হয়েছে। সৎকার করে ফিরে তারাশঙ্কর জানলেন, আসছেন কাজী নজরুল ইসলাম-সহ দু'জন। বাড়িতে তারাশঙ্কর বলে দিলেন, শিশুপুত্রের মৃত্যুর কথা যেন না জানানো হয়। নজরুল এলেন। হইচই হল। ফেরার সময়ে নজরুল জানতে পারলেন তারাশঙ্করের পুত্রবিয়োগের কথা। ট্রেনে উঠে বললেন, "ভারতবর্ষের একজন খাঁটি মানুষকে দেখে গেলাম।... ভারতবর্ষকে প্রণাম জানাই তোমার কাছে।"
এই ভারতভূমির মৃত্যু, দর্শন, অধ্যাত্মচেতনাই বার বার ফিরে আসে তারাশঙ্করের জীবনে, সাহিত্যেও 'গণদেবতা'য় গীতার নিষ্কাম কর্মযোগে, 'মঞ্জরী অপেরা'য়, 'সন্ধ্যামণি', 'সর্বনাশী এলোকেশী' বা 'সনাতন'-এ। হয়তো নিজের মৃত্যুও টের পান! ১৯৬৮-র দিনপঞ্জিতে লিখছেন, "বড় বউ আমাকে ধ'রে রাখ তুমি।" ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। মৃত্যু।
কিন্তু জন্মদিনের আগে, মৃত্যুর প্রসঙ্গ তোলা কি ঠিক? বরং, ফেরা যাক ওঁর টালা পার্কের বাড়িতে। অন্দরমহল থেকে পর্দা দিয়ে দরজা ঢেকে আলাদা করা বাইরের ঘর। ৮ শ্রাবণ, জন্মদিন। ঘরটি সাজানো ফুলে-ফুলে। গুণমুগ্ধদের ভিড়। আর তারাশঙ্কর? হয়তো চা-মিষ্টির সঙ্গে আপ্যায়ন করতে-করতে বলছেন, "বিধাতার আশীর্বাদ আকাশের পুষ্পবৃষ্টির মত বর্ষিত হয়েছে আমার উপরে। আঘাত খেয়েছি কিন্তু তা প্রসন্ন আশীর্বাদের তুলনায় নগণ্য। পৃথিবীকে ভালবাসি।" আমাদের দায়িত্ব, এই ভালবাসাটির যত্ন নেওয়া।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশের স্পীকারের সাথে বেলজিয়ামের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২০।। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি”র সাথে বৃহস্পতিবার তাঁর কার্যালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত বেলজিয়ামের রাষ্ট্রদূত দিদিয়ের ভান্ডারহাসেল্ট সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে তাঁরা সংসদীয় মৈত্রী গ্রুপ, দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, লিঙ্গ সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং টেকসই উন্নয়নসহ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশ-বেলজিয়ামের সংসদীয় মৈত্রী গ্রুপের মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের পারস্পরিক সফর বিনিময় দ্বিপাক্ষিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, সংসদীয় চর্চা এবং দুই দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্পীকার বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লিঙ্গ সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নে কাজ করে চলেছেন। তিনি বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট সিটিজেন হওয়ার জন্য নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এদেশের গার্মেন্টস সেক্টরের এন্টি লেভেলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী কাজ করছে। দক্ষতার উপর ভিত্তি করে তাদের উপরের স্তরে কাজের সুযোগ দিতে হবে। তিনি বলেন, এদেশে ১৮-৩৫ বছর বয়সী প্রায় ৫ কোটি কর্মক্ষম জনশক্তি রয়েছে। তাই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড কাজে লাগানোর চ্যালেঞ্জে আমাদের সফল হতে হবে।

রাষ্ট্রদূত দিদিয়ের ভান্ডারহাসেল্ট বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ পরিদর্শন করে সংসদের নির্মাণশৈলীর প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, জাতীয় সংসদের ভিত্তিতেই রয়েছে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী, তাই সংসদ সদস্যদের টেকসই চর্চাকে এগিয়ে নিতে হবে। এসময় তিনি বলেন, বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে বেলজিয়াম সহযোগিতা করবে।

এসময় রাষ্ট্রদূতের বিশেষ সহকারী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালকসহ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

শহীদ দিবস বা শ্রদ্ধা দিবস, নামেতে কী আসে যায়

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি. স.) : ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচি আয়োজিত হয় শুক্রবার। দলের সব স্তরের নেতা-কর্মীদের এক ছাতার তলায় নিয়ে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে লোকসভা ভোটে দলের রণকৌশল কী হতে পারে সেই নিয়ে কিছুটা আভাষ দেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিন জানিয়েছিলেন, পঞ্চায়েত ভোটে অনেকে হতাহত হওয়ায় শহীদ দিবসের বদলে দিনটি উদযাপিত হবে শ্রদ্ধা দিবস হিসাবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? শহীদ দিবস রইল শহীদ দিবসেই।

বিভিন্ন জেলা থেকে দলের কর্মীরা সকালেই কলকাতার নানা প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন দলের বিভিন্ন শিবিরে। বিধাননগরের সেন্ট্রাল পার্ক, ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র, দক্ষিণ কলকাতার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে রয়েছেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। কলকাতার তৃণমূলের নেতা-কর্মীরাও ভোর হতে না হতেই ধর্মতলার ভিক্টোরয়া হাউসের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন।

২১ জুলাইয়ের মঞ্চে দলনেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ছাড়াও বক্তৃতা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, যুবনেত্রী সায়নী ঘোষ, রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর মতো নেতারা। সভার শেষ বক্তা হবেন মমতা। ধর্মতলা ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে মূলত তিনটি মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়ে। একটি মঞ্চে থাকবেন তৃণমূলের বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি, একটিতে ছিলেন দলের ‘শহিদ পরিবার’-এর সদস্যরা এবং মূল মঞ্চে ছিলেন দলের শীর্ষ স্তরের নেতৃত্বরা। তৃণমূলের শহিদ দিবস উপলক্ষে শুক্রবার কলকাতা শহরের একাংশে বিপুল জনসমাগম প্রস্তুতি নিয়েছিল কলকাতা পুলিশ। শুক্রবার বন্ধ ছিল কলকাতার একাধিক বাস রুট। ২১ জুলাই কলকাতার বিস্তীর্ণ অংশে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সমাবেশ উপলক্ষে কর্মী-সমর্থকদের জন্য প্রচুর বাস তুলেও নেওয়া হয় তৃণমূলের তরফে। ধর্মতলায় তৃণমূলের সমাবেশে রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে বহু মানুষ আসেন। তাই শহরের বাইরে থেকেও ঢুকে পড়ে প্রচুর বাস। সকালে তৃণমূল কর্মীদের আসা এবং দুপুরের পরে ফিরে যাওয়া। এর ফলে রাস্তাঘাট গোটা দিনই ভিড়ে ভারাক্রান্ত ছিল। সল্টলেকের দত্তাবাদ থেকে একুশের মঞ্চের দিকে রওনা হওয়া তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের অভিনব প্রয়াস নজর কাড়ে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পটি তুলে ধরতে হাতে লক্ষ্মীর ভাঁড় নিয়ে মিছিল করেন মহিলারা। বিধান নগরের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আলো দত্ত ও ওয়ার্ডের প্রেসিডেন্ট নির্মল দত্তের নেতৃত্বে মিছিল করেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা।

বেলা সাড়ে ১২টায় ধর্মতলার মোড় সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি. স.) : ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা উপেক্ষা করেই শুক্রবার সকাল থেকে ধর্মতলার পথে আসেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। বিভিন্ন জেলা থেকে দলের কর্মীরা আগেই কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে শহরে পৌঁছে যান। বেলা সাড়ে ১২টায় ধর্মতলার মোড় সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হরে পড়ে।

বিধাননগরের সেন্ট্রাল পার্ক, ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র, দক্ষিণ কলকাতার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে ছিলেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। তাঁরা এবং কলকাতার তৃণমূলের নেতা-কর্মীরাও ভোর হতে না হতেই ধর্মতলার ভিক্টোরয়া হাউসের উদ্দেশে রওনা দেন।

সমাবেশে যোগ দিতে লঞ্চে চেপে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন কোদালিয়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তৃণমূল কর্মীরা। চুঁচুড়া থেকে লঞ্চে চেপে কলকাতা আসেন তাঁরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে স্থলপথে ও জলপথে ধর্মতলার উদ্দেশে রওনা দেন কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী। কুলতলি, পাথরপ্রতিমা, রায়দিঘি, বারুইপুর, ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং-সহ জেলা থেকে কলকাতামুখী তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের ভিড়।

কোরান পোড়ানোর অনুমতি ঘিরে উত্তাল ইরাক, বিতাড়িত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত

বাগদাদ, ২১ জুলাই (হি.স.) : সরকারের তরফে একাধিকবার কোরান পোড়ানোর অনুমতি, সেই সঙ্গে ইরাকের পতাকা পোড়ানোরও অভিযোগ উঠেছে সুইডেনের বিরুদ্ধে। যার ফলে সুইডেনের রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করল ইরাক। সেই সঙ্গে সুইডেনের সংস্থা এরিকসনকে ইরাকের মাটিতে কাজ করার অনুমতি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আরও বেশ কয়েকটি দেশও সুইডেনের রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করতে পারে বলেই শোনা যাচ্ছে।

বৃহস্পতিবারই ইরাকের রাজধানী বাগদাদে অবস্থিত সুইডেনের দূতাবাসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল বিক্ষোভকারীরা। তারপর থেকেই সুইডেনের সঙ্গে একাধিক দেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবারই সুইডেনের রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করেছে ইরাকের প্রশাসন। প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ শিয়া আল-সুদানি বিবৃতি জারি করে বলেছেন, অবিলম্বে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে সুইডেনের রাষ্ট্রদূতকে। তার কারণ, একাধিকবার কোরান পোড়ানোর অনুমতি দিয়েছেন সুইডেনের সরকার। সেই সঙ্গে ইরাকের পতাকা পোড়ানোরও অভিযোগ উঠেছে।

বৃহস্পতিবার ভোরবেলা ইরাকের শিয়া ধর্মগুরু মোকতাদা সদ্রর সমর্থকেরা রাজধানী বাগদাদে সুইডেনের দূতাবাসে আগুন লাগিয়ে দেয়। কিন্তু কেন এই ঘটনা? ঘটনার সূত্রপাত গত মাসে ইদের দিন থেকে। ওই দিন সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে কোরান পুড়িয়ে প্রতিবাদ দেখান বছর সাঁইত্রিশের ইরাকি শরণার্থী সালওয়ান মোমিকা। শহরটির সবথেকে বড় মসজিদের সামনে ধর্মগ্রন্থটিকে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলেন তিনি। খণ্ডিত পৃষ্ঠাগুলিকে মাড়িয়েও দেন তিনি। স্থানীয় পুলিশ জানায়, বাকস্বাধীনতার নীতি মেনেই মোমিকার প্রতিবাদী কর্মসূচিকে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছিল। এরপর থেকেই সুইডেন প্রশাসনের ক্ষোভ উগরে দিয়েছে বিভিন্ন দেশ।

এই ঘটনার পরেই আরেক ব্যক্তি কোরান পোড়ানোর অনুমতি চান। কিন্তু সুইডেনের স্থানীয় পুলিশ অনুমতি দেয়নি। তবে সেই নির্দেশ খারিজ করে দেয় সুইডেনের আদালত।

বাকস্বাধীনতার যুক্তিতে কোরান পোড়ানোর অনুমতি দেওয়ার পর থেকেই পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। সুইডেনের দূতাবাসে হামলার পরেই সেদেশের তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়, ইরাকি আধিকারিকদের ব্যর্থতাতেই দূতাবাসের কর্মীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে। তবে এই প্রসঙ্গে ইরাকের পাশে দাঁড়িয়েছে ইরান, তুরস্ক, কাতার, সৌদি আরবের মতো দেশগুলি। সুইডেনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে তারাও, এমনটাই শোনা যাচ্ছে।

মমতার বাড়ির সামনে ‘ভুয়ো নথি’ সহ এক ব্যক্তি আটক

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি. স.) : শুক্রবার শাসক তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ শুরু কিছু আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির কাছে অস্ত্র-সহ ধরা পড়েন এক যুবক। কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির রাস্তা থেকে ওই যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

কোন উদ্দেশ্যে সশস্ত্র যুবক মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কাছে, ২১ জুলাইয়েই কেন? ভাবাচ্ছে পুলিশকে, চলে জেরা। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার সাড়ে ১১টা নাগাদ যখন এই ঘটনা ঘটে, তখন নিজের বাড়িতেই ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ধর্মতলায় তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের সমাবেশের মঞ্চে আর কিছু ক্ষণের মধ্যেই যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। তার আগেই তাঁর বাড়ির গলির ভিতর ঢোকার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়েন ওই যুবক। পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবক একটি কালো গাড়ি (ডব্লুবি ০৬ইউ ০২৭৭) নিয়ে এসেছিলেন।

গাড়িটি শেখ নূর আমিন নামে এক ব্যক্তির নামে রেজিস্ট্রার করা। কিন্তু পুলিশ যাকে ধরেছে, তিনিই সেই ব্যক্তি কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জানা গিয়েছে এই নূর পশ্চিম মেদিনীপুরের আলিগঞ্জ কসাইপাড়ার বাসিন্দা।

হাজরা রোড এবং হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের মোড়ে কালীঘাট ক্রসিংয়ের চারমাথা মোড়েই গাড়ি নিয়ে ঢোকার মুখে বাধা পান ওই যুবক। অভিযোগ, এক রকম গায়ের জোরেই মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি লাগোয়া মিলন সংঘ ক্লাবের গেট দিয়ে ঢুকতে চাইছিলেন ওই যুবক। গাড়িতে পুলিশ স্টিকার ছিল।

এর পরেই তাঁর গাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। পুলিশের দাবি, ওই গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ভোজালি, আগ্নেয়াস্ত্র। যুবকের কালো গাড়িতেও পুলিশের স্টিকার লাগানো ছিল।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল জানান, আটক হওয়া যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কী উদ্দেশ্য নিয়ে ওই যুবক মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন, তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। ঘটনাটিকে আমরা গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি।

ওই ব্যক্তির সঙ্গে ভোজালি, মাদক এবং আগ্নেয়াস্ত্রও ছিল। যুবক জেরায় নানা রকম কথা বলছেন। এমনও বলছেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসছিলেন। ওঁর কাছ থেকে নানা রকম নথি পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে একটি বিএসএফের পরিচয় পত্র মিলেছে। কিন্তু উনি যদি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতেই আসবেন, তা হলে তাঁর কাছে অস্ত্র ছিল কেন?”

অভিষেকের টুইট দিয়ে শুরু, বাড়তে থাকে স্মরণসভার অবয়ব

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি. স.) : শুক্রবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের টুইট দিয়ে শুরু হয় স্মরণ বা শ্রদ্ধা। সময়ের সঙ্গে বাড়তে থাকে স্মরণসভার অবয়ব।

২১ জুলাইয়ের সমাবেশের সকালে টুইট করে বার্তা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। টুইটারে তিনি লেখেন, “শহিদ দিবস আমাদের হৃদয়ে অগণিত আবেগ জাগিয়ে তোলে। আজ বাংলার সেই ১৩ জন বীর শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, যাঁরা অত্যাচারী শক্তির সঙ্গে লড়াই করে এবং গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এঁদের থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে আমি ন্যায়সঙ্গত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাব।”

সভা শুরুর আগে মঞ্চের উপরে উঠে গান গাইতে শুরু করেন যুব তৃণমূল কর্মীরা। মঞ্চের সামনে বসে হাজার হাজার শ্রোতা। সমাবেশের মঞ্চে ওঠেন তৃণমূলের প্রথম সারির নেতারা। মঞ্চে ছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, শান্তনু সেন, মালা রায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এ ছাড়াও ছিলেন চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্ন। সম্প্রতি যাঁর বিভিন্ন মন্তব্য রাজ্য রাজনীতিতে বিতর্ক তৈরি করেছে। মঞ্চে ছিলেন শিল্পী তথা রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনও। সমাবেশের সভাপতিত্বের দায়িত্ব নিয়ে মঞ্চে কথা বলতে ওঠেন তৃণমূলের সহ-সভাপতি সুব্রত বক্সী। ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাইয়ের স্মৃতি উস্কে দিয়ে তিনি বলেন, “সচিত্র ভোটার কার্ডের দাবি নিয়ে রাস্তায় নেমে শহিদ হয়েছিলেন আমাদের কর্মীরা। তাঁদের বলিদান ব্যর্থ হয়নি। গণতন্ত্রের জয় হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানুষ তৃতীয় বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসিয়েছেন।”

সুব্রতের পর মঞ্চে বক্তৃতা করতে ওঠেন আলিপুরদুয়ারের তৃণমূল জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বরাইক। এর পর মন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা মঞ্চে উঠে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করে আদিবাসীদের একত্রিত হওয়ার ডাক দেন।

রাশিয়ার বিরোধী নেতা নাভালনির আরও ২০ বছরের কারাদণ্ডের আবেদন

মস্কো, ২১ জুলাই (হি.স.) : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সমালোচক ও বিরোধী নেতা অ্যালেক্সি নাভালনির আরও ২০ বছরের কারাদণ্ডের আবেদন। নাভালনি ইতিমধ্যে বিভিন্ন অভিযোগে ১১ বছরের বেশি সময় জেলে কাটানোর পরও এই আবেদন করেছেন দেশটির সরকারি আইনজীবীরা। তিনি বারবার বলেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা আনা হয়েছে। এবারও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, তিনি উগ্রপন্থার সমর্থক। আগামী ৪ আগস্ট আদালত এ বিষয়ে রায় ঘোষণা করবেন। নাভালনির রাজনৈতিক বন্ধু ইভান ঝাডানভ জানিয়েছেন, রাশিয়ার সরকারি আইনজীবী আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, নাভালনির যেন আরও ২০ বছর জেল হয়। কারণ, তিনি উগ্রপন্থাকে উসকানি দেন, এর জন্য অর্থসাহায্য করেন। নাভালনি ও তাঁর সঙ্গীদের দাবি, আবার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই শাস্তি চেয়েছেন সরকারি আইনজীবী।

নাভালনি বলেছেন, রাশিয়া গরিব মানুষদের হয় কাদার বা রক্তের পুকুরে ফেলে দিচ্ছে। তাদের হাত-পা ভাঙছে। লাখো মানুষ মারা যাচ্ছেন। একুশ শতকের সবচেয়ে বুদ্ধিহীন ও চেতনাহীন লড়াই চলছে।

এদিকে ক্রেমলিনের দাবি, তারা এই মামলা নিয়ে কোনও হস্তক্ষেপ করছে না। আদালত যা ঠিক করবেন তাই হবে।

মণিপুর নিয়ে আলোচনায় প্রস্তুত সরকার : প্রহ্লাদ জোশী

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই (হি.স.): মণিপুর ইস্যু নিয়ে আলোচনায় প্রস্তুত সরকার। বিরোধীদের উদ্দেশে ফের বললেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। শুক্রবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী বলেছেন, মণিপুরে হিংসার ঘটনার বিষয়ে আলোচনা করতে সরকার প্রস্তুত। তা সত্ত্বেও সংসদের কাজকর্মে বিরোধীরা বাধা সৃষ্টি করছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি।

প্রহ্লাদের কথায়, ‘স্পিকার যখনই নির্দেশ দেবেন আমরা তখনই আলোচনা করতে প্রস্তুত। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আনুষ্ঠানিকভাবে স্পিকার এবং চেয়ারম্যানকে বলেছেন, আমরা আলোচনার জন্য প্রস্তুত। গুরুত্বপূর্ণ বিল রয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সংসদে ব্যাপক আলোচনা করতে চায়...বিরোধীরা শুধু একটি ভুল বর্ণনা তৈরি করে সংসদের কার্য্যক্রমকে ব্যাহত করার চেষ্টা করে।’

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি মণিপুরে হিংসার ঘটনায় সংসদে আলোচনা থেকে পালিয়ে যেতে চাইছে। তিনি বলেছেন, বিরোধীরা শুধু অজুহাত খুঁজছে যাতে সংসদের কাজকর্ম ঠিক মতো না চলে। তিনি কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

উল্লেখ্য, হিংসায় অশান্ত মণিপুরে দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে ঘোরানোর ন্যক্কারজনক ঘটনায় এ পর্যন্ত চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। চৌঠা মে-র ওই ভয়ঙ্কর ঘটনার ভিডিও গত বুধবার রাতে প্রকাশ্যে এলে দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে। বিষয়টি নিয়ে বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনের মতো দ্বিতীয় দিনও সংসদের উভয় সভা উত্তাল হয়েছে।

ভিডিওতে যে উন্মত্ত জনতার ছবি দেখা গিয়েছিল, তাদের মধ্যে ৩২ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে গতকাল সকালে গ্রেফতার করা হয়। পরে ধরা হয় আরও তিনজনকে।

শহীদ দিবসের নেপথ্যে রয়েছে মমতার স্বার্থ, দাবি শঙ্করের

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি. স.) : “এই শহীদ শব্দটি সম্পুর্ণ অসত্য। কারন এরা কেউই কোন দেশ উদ্ধার করার জন্য মারা যায়নি,বরং মমতা ব্যানার্জী নিজের নাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য সেই সময় কয়েক হাজার মানুষকে সম্পুর্ণ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল।” এই মন্তব্য করলেন সংযুক্ত হিন্দু ফ্রন্ট সভাপতি শঙ্কর মণ্ডল।

শঙ্করবাবুর বক্তব্য, “প্রিসাইডিং অফিসাররা ভোট লুঠ নিয়ে যেভাবে প্রকাশ্যে মুখ খুলছেন, তার পরেও এই অসভ্য বর্বর তৃণমূল যেভাবে গলা ফাটাচ্ছে তাতে এদের কখনও নূন্যতম শিক্ষা আছে এটা বিশ্বাস করা অত্যন্ত কঠিন। ২১ শে জুলাই শহীদ দিবস নাম করে একটা রাজনৈতিক সমাবেশ হতে চলেছে। আর বিগত ১২ বছরের শাসনকালে কেন ওই তথাকথিত শহীদদের মৃত্যুর জন্য কে অপরাধী, তা বের করা গেল না? বরঞ্চ সেই সময় যে আমলার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ ছিল সেই মণীশ গুপ্তকে মমতা ব্যানার্জী পুরস্কৃত করেছেন।আসলে এই রাজ্যটাই বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গরীমাহীন রাজ্য বা বলা ভাল এই রাজ্যটা উপদ্রুত অঞ্চলে পরিনত হয়েছে। আজ বিভিন্ন পাল্টিবাজ ও ধান্দাবাজ তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরাও মুখ খুলতে বাধ্য হচ্ছেন। সময় সময় তৃণমূলের বহু বিধায়কও এই পরিস্থিতিকে সমর্থন করতে না পেরে মুখ খুলে ফেলছেন। কিন্তু তাদের সরকারের অঘোষিত কর্মসূচীর সরাসরি বিরোধিতা করা কোনওভাবে সম্ভব নয়। আর সেই কর্মসূচী হল কেবল দখলদারী।

তাই এই কর্মসূচীকে বাদ দিলে তৃণমূলের কোনও অস্তিত্ব থাকে না।কারন এই দলে কোন আদর্শ নেই। দলটা শুরুই হয়েছিল কেবল একটি সরকারকে উৎখাত করার কর্মসূচী নিয়ে। এই দলে না আছে শিক্ষানীতি, না আছে অর্থনীতি, না আছে শিল্পনীতি।সুতরাং এই দলে লোক জড়োই হয় কেবল ক্ষমতা উপভোগ করার জন্য।

যাই হোক তৃণমূল থাকুক তৃণমূলে, কিন্তু এই দেশের সবচেয়ে বিপজ্জনক শক্তি কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে জোড়ালো প্রচার করতে হবে। কারন তৃণমূল আজ না হোক কাল যাবেই।

কাজের সন্ধান

পাওয়ার গ্রীডে চাকরির লক্ষ্যে এপ্রেন্টিস নিয়োগ, অনলাইনে আবেদন

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়েপাওয়ার গ্রিডে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। সারা দেশ জুড়ে শূন্যপদের সংখ্যা ৮ হাজারেরও বেশি হলেও জোন ভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ভিন্নতর। যেমন, পূর্বোত্তর ভারতের সাতটি রাজ্যকে নিয়ে গঠিত নর্থ-ইস্ট জোনের ক্ষেত্রে শূন্যপদ ঃ ১০৩৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — মহারত্ন, মিনিরত্ন ইত্যাদি কর্পোরেট সেক্টরগুলোতে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ্ ইন্ডিয়া লিমিটেড বা পি.জি.সি.আই.এল-এ বিশেষ করে নর্থ-ইস্ট রিজিওন বা উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সাতটি রাজ্যের জন্য এপ্রেন্টিস হিসেবে ১০৩৫ জনকে বাছাইয়ের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। পিজিসিআইএল-এ এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা, গত ২ বছরের মধ্যে যাঁরা আইটিআই, ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং (নির্দিষ্ট বিষয়ে) পাশ করেছেন, তাঁরাই আবেদন করতে পারেন। সরকারি নিয়মানুসারে এসসি, এসটি, ওবিসি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি তাঁদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন রাজ্য ও বিষয় ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর জন্য নির্দিষ্ট আসন রয়েছে, সংরক্ষিত হিসেবে। এভাবেই রাজ্যওয়ারি বিস্তারিত বিভাজন ও বিন্যাস দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে রাজ্যভিত্তিক বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। নিয়োগ হবে এপ্রেন্টিস অ্যাক্ট ১৯৬১/৭৩ অনুসারে। এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের সময়কাল ১ বছর। নিয়োগ সংক্রান্ত এই বিজ্ঞপ্তির রেফারেন্স নম্বরঃ এপ্রেন্টিসশিপ/ ২০২৩-২৪/ এন.ই.আর/ ০১, তারিখ ২৭.০৬.২০২৩। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৩১ জুলাই। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করেরাখারপাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই' বা 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। নিয়োগের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৭০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ২০-৩০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রার্থীবাছাই হবে ইন্টারভিউ বা কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। ইন্টারভিউ বা বাছাইয়ের পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

শূন্যপদগুলো হলো ঃ ক্রমিক নং (১) ঃ পদের নাম ঃ গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিস (ইলেকট্রিক্যাল) ঃ শূন্যপদ ৩০টি। যোগ্যতা - ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে। ক্রমিক নং (২) ঃ পদের নাম ঃ গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিস (সিভিল) ঃ শূন্যপদ ২৪টি। যোগ্যতা - সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে। ক্রমিক নং (৩) ঃ পদের নাম ঃ ডিপ্লোমা এপ্রেন্টিস (ইলেকট্রিক্যাল) ঃ শূন্যপদ ২৫টি। যোগ্যতা - ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে। ক্রমিক নং (৪) ঃ পদের নাম ঃ ডিপ্লোমা এপ্রেন্টিস (সিভিল) ঃ শূন্যপদ ২০টি। যোগ্যতা - সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে। ক্রমিক নং (৫) ঃ পদের নাম ঃ আইটিআই এপ্রেন্টিস (ইলেকট্রিক্যাল) ঃ শূন্যপদ ১৫টি। যোগ্যতা - ইলেকট্রিক্যাল ট্রেডে আইটিআই পাশ হতে হবে। ক্রমিক নং (৬) ঃ পদের নাম ঃ এক্সিকিউটিভ এপ্রেন্টিস (হিউম্যান রিসোর্স) ঃ শূন্যপদ ২০টি। যোগ্যতা - এমবিএ (হিউম্যান রিসোর্স) বা পার্সোনাল ম্যানেজমেন্টে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে। ক্রমিক নং (৭) ঃ পদের নাম ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট এপ্রেন্টিস (হিউম্যান রিসোর্স) ঃ শূন্যপদ ২০টি। যোগ্যতা - গ্র্যাজুয়েট অর্থাৎ বিএ বা বিবিএ পাশ হতে হবে। এছাড়া, গ্র্যাজুয়েট ইলেকট্রনিক্স/ টেলিকম, এইচ আর এক্সিকিউটিভ, ল্ এক্সিকিউটিভ, সিএসআর এক্সিকিউটিভ ইত্যাদি পদের বিস্তারিত বিভাজন এবং নির্ধারিত স্টাইপেন্ড দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

অনলাইনে ১,১০৪ জন এপ্রেন্টিস পরীক্ষা ছাড়াই রেলে নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ১২,০০০টি হলেও নর্থ-ইস্টার্ণ রেল বা উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে ১,১০৪টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৫ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ আগস্ট। বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য পরে ডাকা হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা নর্থ-ইস্টার্ণ রেল বা উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে গোরখপুর, ইজ্জতনগর, লক্ষ্মৌ, গন্ডা, বারানসী ডিভিশনের যে-কোনও একটির উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ২ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২ আগস্ট। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১২,০০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে বিশেষ করে নর্থ-ইস্টার্ণ রেল বা উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০২-০৮-২০২৩-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - এনইআর/ আরআরসি/ এক্ট এপ্রেন্টিস/ ২০২২-২৩। তারিখ ৩ জুলাই, ২০২৩। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — গোরখপুরে মেকানিকেল ওয়ার্কশপে মোট আসন ৪১১টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৬৬টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর ৪২টি, এসসি'র ৬০টি, এসটি'র ৩২টি, ওবিসি'র ১১১টি পদ সংরক্ষিত। পাশাপাশি এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য ১৪টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য ১৬টি পদ সংরক্ষিত। গোরখপুর ক্যান্টনমেন্টে সিগন্যাল ওয়ার্কশপে মোট আসন ৬৩টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৭টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর ৬টি, এসসি'র ৯টি, এসটি'র ৪টি, ওবিসি'র ১৭টি পদ সংরক্ষিত। পাশাপাশি এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য ১টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য ৩টি পদ সংরক্ষিত। গোরখপুর ক্যান্টনমেন্টে ব্রিজ ওয়ার্কশপে মোট আসন ৩৫টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৬টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর ৩টি, এসসি'র ৫টি, এসটি'র ৩টি, ওবিসি'র ৮টি পদ সংরক্ষিত। পাশাপাশি এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য ১টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। ইজ্জতনগর মেকানিকেল ওয়ার্কশপে মোট আসন ১৫১টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৬০টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর ১৫টি, এসসি'র ২৪টি, এসটি'র ১১টি, ওবিসি'র ৪১টি পদ সংরক্ষিত। পাশাপাশি এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য ৫টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য ৬টি পদ সংরক্ষিত। ইজ্জতনগর ডিজেল শেড-এ মোট আসন ৬০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৪টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর ৬টি, এসসি'র ১০টি, এসটি'র ৪টি, ওবিসি'র ১৬টি পদ সংরক্ষিত। পাশাপাশি এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য ২টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য ২টি পদ সংরক্ষিত। ইজ্জতনগর ওয়াগনে মোট আসন ৬৪টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৬টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর ৬টি, এসসি'র ১০টি, এসটি'র ৫টি, ওবিসি'র ১৭টি পদ সংরক্ষিত। পাশাপাশি এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য ২টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য ৩টি পদ সংরক্ষিত। লক্ষ্মৌ জাংশান ক্যারেজ এন্ড ওয়াগনে মোট আসন ১৫৫টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৬১টি।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ৪০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি, সি.এ পাশ, অধিক নম্বর ও অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন।
বয়স ঃ ২৫-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র কলকাতা/ গুয়াহাটি, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ভারতীয় রেল)**
শূন্যপদ ঃ ৩৬২৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ জুলাই,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ড্রাইভার, কনস্টেবল (আইটিবিপি),**
শূন্যপদ ঃ ৪৫৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, ড্রাইভিং লাইসেন্স আবশ্যক
বয়স ঃ ২১-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ জুলাই,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, স্কিল টেস্ট, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ডক-ইয়ার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৪৬৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি থেকে উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআইপাশ,
বয়স ঃ ১৪-২১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ জুলাই,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এগ্রি রিসার্চ সার্ভিস (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ২৬০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি পাশ, পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্তরা অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইলেকশন ইন্সপেক্টর (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানার বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (কোভিড-১৯ আবহে সরকারি সিদ্ধান্তক্রমে সবার জন্য ২ বছর এবং সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ জুলাই,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ রাজ্যের ৬টি শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান, ল্যাব এটেন্ড্যান্ট (কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৬৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **রেজিস্ট্রার, লাইব্রেরিয়ান, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, স্টেনো (এন.আই.টি, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ১০৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক থেকে পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এম.ও, ইউনানি (স্বাস্থ্যবিভাগ, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ২৪৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইউনানি বিষয়ে ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ২০-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ওয়ার্কম্যান (শিপ-ইয়ার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৩০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআইপাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ জুলাই,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **রাইফেলম্যান ও উইমেন, জিডি, স্পোর্টস কোটা (আসাম রাইফেলস),**
শূন্যপদ ঃ ৮১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, ক্রীড়া বিষয়ে দক্ষ হতে হবে।
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুলাই,
র‍্যালি, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ২১০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুলাই,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্রিন্সিপাল, পিজিটি, একাউন্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট (কেন্দ্রীয় শিক্ষা),**
শূন্যপদ ঃ ৪০৬২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, প্রাসঙ্গিক যোগ্যতাও আবশ্যক,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (পাওয়ার গ্রিড),**
শূন্যপদ ঃ ১০৩৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক)**
শূন্যপদ ঃ ১১০৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ আগস্ট,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০০০--০--০--০

আগরতলায় অনলাইনে পরীক্ষা দিয়ে একলব্য মডেল স্কুলে ৪০৬২ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। এনইএসটিএস অর্থাৎ ন্যাশনাল এডুকেশন সোসাইটি ফর ট্রাইবাল স্টুডেন্টস, আগরতলা সহ সারা দেশে ৩৭টি শহরে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে 'ইএমআরএস- স্টাফ সিলেকশন এগজাম (ইএসএসই) - ২০২৩' শীর্ষক পরীক্ষা গ্রহণ করবে। পরীক্ষার দিনক্ষণ এখনও স্থির হয়নি। তবে নির্ধারিত সময়ে তা কল লেটারে জানিয়ে দেওয়া হবে। এর জন্য আগামী ৩১ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত ইন্টারনেট বা অনলাইন প্রক্রিয়ায় আবেদন দাখিল করা যাবে। ন্যাশনাল এডুকেশন সোসাইটি ফর ট্রাইবাল স্টুডেন্টস-এর ওয়েবসাইটে লগ অন করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন দাখিল করতে হবে। একলব্য মডেল স্কুলে টিচিং ও নন্-টিচিং পদে চাকরির জন্য এই ইএসএসই পরীক্ষা নেওয়া হয়। 'ইএমআরএস- স্টাফ সিলেকশন এগজাম (ইএসএসই) - ২০২৩' শীর্ষক পরীক্ষা এর মধ্যেই দুটি পর্যায়ে গ্রহণ করা হবে। প্রথম শিফটে পেপার-ওয়ান এবং দ্বিতীয় শিফটে পেপার-টু। তবে এবিষয়ে বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

দরখাস্ত করতে হবে কেবলমাত্র অনলাইনে। উপযুক্ত ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে দরখাস্ত করবেন। দরখাস্তের সময় ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং পদ্ধতিতে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি জমা করতে হবে। প্রয়োজনে কম্পিউটার জেনারেটেড চালানের মাধ্যমেও নির্ধারিত পরীক্ষা ফি জমা করতে পারেন। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং চার্জ এবং অ্যাপ্লিকেশন খরচ অতিরিক্ত হিসেবে প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার সময় সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং স্বাক্ষর স্ক্যান করে নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী জেপিজি ফরম্যাটে আপলোড করে নেবেন। অবশ্যই আগে থেকে বৈধ ই-মেল আইডি এবং মোবাইল ফোন নম্বর প্রস্তুত রাখবেন দরখাস্তে উল্লেখ করার জন্য। একজন প্রার্থী ইচ্ছে করলে এবং উপযুক্ত হলে উভয় পত্রের পরীক্ষা দিতে পারেন। এর জন্য অবশ্যই আগে থেকে দরখাস্তে যেমন উল্লেখ করতে হবে, তেমনি অতিরিক্ত ফিও জমা দিতে হবে।

পরীক্ষা সংক্রান্ত মূল নোটিফিকেশন এবং অন্যান্য সকল তথ্য যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতার সমস্ত মাপকাঠি, অনলাইনে দরখাস্ত করার যাবতীয় তথ্য ও নিয়মাবলী পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেল আইডি তৈরি করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, কম্পিউটার জেনারেটেড চালান বের করা ইত্যাদি যাবতীয় কৌশল ও গাইডলাইন এমনকি পরীক্ষার সিলেবাস, কোচিং, বিগত বছরে অন্যান্য রাজ্যে আয়োজিত টেট পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সহ আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া চলবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত। পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ারও শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, ২০২৩। এডমিড কার্ড ডাউনলোড করার সময়সীমা এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। তবে পরীক্ষার ঠিক ২ দিন আগে এডমিড কার্ড ডাউনলোড করার সুযোগ থাকবে।

নিয়োগ হবে এই পদগুলোতে ঃ পদের নাম - প্রিন্সিপাল (গ্রুপ-এ) ঃ মোট শূন্যপদ ৩০৩টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১২৫টি। এছাড়া, ৩০টি ইডব্লিওএস, ৮১টি ওবিসি, ৪৫টি এসসি, ২২টি এসটি, ১৩টি শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। পদের নাম - পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (পিজিটি) (গ্রুপ-বি) ঃ মোট শূন্যপদ ২০৮৬টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৮৬৬টি। এছাড়া, ২০৪টি ইডব্লিওএস, ৫৫৭টি ওবিসি, ৩০৮টি এসসি, ১৫১টি এসটি, ৮৪টি শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। পদের নাম - পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (পিজিটি) - থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ (গ্রুপ-বি) ঃ মোট শূন্যপদ ১৮০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৮৪টি। এছাড়া, ১৫টি ইডব্লিওএস, ৪৫টি ওবিসি, ২৫টি এসসি, ১১টি এসটি, ৭টি শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। পদের নাম - জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট ঃ মোট শূন্যপদ ৭৫৯টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩১১টি। এছাড়া, ৭৫টি ইডব্লিওএস, ২০৪টি ওবিসি, ১১৩টি এসসি, ৫৬টি এসটি, ৩১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৭৫টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। পদের নাম - একাউন্ট্যান্ট ঃ মোট শূন্যপদ ৩৬১টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৪৭টি। এছাড়া, ৩৬টি ইডব্লিওএস, ৯৭টি ওবিসি, ৫৪টি এসসি, ২৭টি এসটি, ১৪টি শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। পদের নাম - ল্যাব এটেন্ড্যান্ট ঃ মোট শূন্যপদ ৩৭৩টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৫৪টি। এছাড়া, ৩৭টি ইডব্লিওএস, ১০০টি ওবিসি, ৫৫টি এসসি, ২৭টি এসটি, ১৫টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩৭টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা - মাধ্যমিক পাশ থেকে গ্র্যাজুয়েট, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পর্যন্ত। বয়স ১৮-৫০ বছর পর্যন্ত। তবে পৃথক পৃথক পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর। সমস্ত কিছুর পাশপাশি অন্যান্য পদের ক্ষেত্রেও শূন্যপদের বিভাজন, যোগ্যতা, কারিগরি যোগ্যতা, বয়স, বেতনক্রম ও বিস্তারিত বিষয় জেনে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ্ অন্ করে 'ক্যারিয়ার' ট্যাবে ক্লিক করার মাধ্যমে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি, সি.এ পাশ, অধিক নম্বর ও অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স ঃ ২৫-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র কলকাতা/ গুয়াহাটি, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* ভারতীয় রেলে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৬২৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ জুলাই, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* আইটিবিপি-তে **ড্রাইভার, কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৫৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, ড্রাইভিং লাইসেন্স আবশ্যক, বয়স ঃ ২১-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ জুলাই, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, স্কিল টেস্ট, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* ডক-ইয়ার্ডে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৬৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি থেকে উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৪-২১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ জুলাই, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **এগ্রি রিসার্চ সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৬০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি পাশ, পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্তরা অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* টিপিএসসি পরিচালিত কম্বাইন্ড পরীক্ষার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের অধীনে **ইলেকশন ইন্সপেক্টর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানার বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (কোভিড-১৯ আবহে সরকারি সিদ্ধান্তক্রমে সবার জন্য ২ বছর এবং সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ জুলাই, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ ত্রিপুরার ৬টি শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনে **টেকনেশিয়ান, ল্যাব এটেন্ড্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যের এনআইটি-তে **রেজিস্ট্রার, লাইব্রেরিয়ান, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, স্টেনো** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক থেকে পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্যবিভাগে **এম.ও, ইউনানি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৪৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইউনানি বিষয়ে ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ ২০-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* শিপ-ইয়ার্ডে **ওয়ার্কম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ জুলাই, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* আসাম রাইফেলস-এ স্পোর্টস কোটায় **রাইফেলম্যান ও উইমেন, জিডি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, ক্রীড়া বিষয়ে দক্ষ হতে হবে। বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুলাই, র‍্যালি, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে চাকরির লক্ষ্যে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২১০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুলাই, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় শিক্ষা সোসাইটি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে **প্রিন্সিপাল, পিজিটি, একাউন্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০৬২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, প্রাসঙ্গিক যোগ্যতাও আবশ্যক, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পাওয়ার গ্রিডে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৩৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১০৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ আগস্ট, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

মোদী পদবি অবমাননা মামলা : রাহুলের সাজা নিয়ে গুজরাট সরকার ও পূর্ণেশকে সুপ্রিম কোর্টের নোটিশ

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই (হি.স.): 'মোদী পদবি অবমাননা' মামলায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সাজা নিয়ে গুজরাট সরকারকে নোটিশ পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এছাড়াও অভিযোগকারী বিজেপি নেতা ও গুজরাটের বিধায়ক পূর্ণেশ মোদীকেও নোটিস পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ৪ আগস্ট মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার জানিয়েছে, এই পর্যায়ে মামলার দীর্ঘায়িত শুনানির প্রয়োজন নেই। সাজার উপর স্থগিতাদেশ হবে না বহাল থাকবে, শুনানি হবে তা নিয়েই। শুক্রবার বিচারপতি আর এস গাভাই এবং বিচারপতি পি কে মিশ্রের বেঞ্চ রাহুলের আবেদনের প্রেক্ষিতে অবস্থান জানতে নোটিস পাঠিয়েছে গুজরাট সরকারকে।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের প্রচারের সময় কর্নাটকের কোলারে 'মোদী' পদবি তুলে আপত্তিকর মন্তব্যের দায়ে গত ২৩ মার্চ গুজরাটের সুরাট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক এইচএইচ বর্মা ২ বছর জেলের সাজা দিয়েছিলেন রাহুলকে।

তবে 'অপরাধমূলক মানহানি' মামলায় দোষী রাহুলের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আবেদনের জন্য তাঁকে ৩০ দিন সময় দিয়েছিলেন বিচারক। সুরাট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের রায়ের ভিত্তিতে ২৪ মার্চ লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা ভারতীয় সংবিধানের ১০২(১)-ই অনুচ্ছেদ এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (১৯৫১)-র ৮(৩) নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ করেছিলেন। এদিকে, মোদী পদবি অবমাননার মামলায় সাজা এড়াতে গুজরাট হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন রাহুল গান্ধী। কিন্তু, কংগ্রেস নেতার অস্বস্তি বাড়িয়ে সুরাটের দায়রা আদালতের রায় বহাল রাখে গুজরাট হাইকোর্ট। এরপরই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন রাহুল। গত ১৮ জুলাই 'মোদী পদবি' অবমাননা মামলায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর আবেদন শুনতে সম্মত হয় সুপ্রিম কোর্ট। আর শুক্রবার শুনানিতে সর্বোচ্চ আদালত, গুজরাট সরকারকে নোটিশ পাঠিয়েছে। পাশাপাশি অভিযোগকারী বিজেপি নেতা ও গুজরাটের বিধায়ক পূর্ণেশ মোদীকেও নোটিস পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

আবেগের আতিশয্যে চুল কেটে মমতার নাম, ২১ জুলাইয়ে অভিনব ছবি

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি. স.) : তৃণমূল সমর্থকের চুলে দেখা গেল অভিনব ছাঁট। চুল কেটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম লেখা। এমনটা সচরাচর চোখে পড়ে খেলার মাঠে।

পঞ্চায়েত ভোটে বিপুল জয়ের পরে তৃণমূলের প্রথম সমাবেশ! তৃণমূলের বার্ষিক সমাবেশ থেকে কী বার্তা দেবেন তৃণমূল নেত্রী? তা জানতেই কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকরা দলে দলে পৌঁছেছেন কলকাতায়। আর তাকে কেন্দ্র করে জেলায় জেলায় দেখা যাচ্ছে অভিনব ছবি। সমর্থকদের উন্মাদনার চিত্র।

একটু আলাদা ভাবে নজর কাড়ার প্রচেষ্টা। মা-মাটি-মানুষের সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের জয়গান গাওয়ার প্রয়াস। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অকুণ্ঠ ভালবাসা জানানোর চেষ্টা। কেউ কেউ মাথায় চুল কেটে লিখেছেন মমতা। কারও বা পিঠে-বুকে, হাতে লেখা উলকিতে তাঁদের জননেত্রীর নাম। ''সম্মুখে ওই দিল্লির মসনদ...'' মমতাকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন মুর্শিদাবাদের এক ব্যক্তি। তিনি এসেছেন একুশের সভায়। তিনি আগামিদিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চান। বেলা যত বেড়েছে, পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ভিড়ও।

দেদার বিক্রি হচ্ছে মমতার নানা ধরণের ছবি, ব্যাজ। এসবের মাঝে অভিষেকের ছবিও রয়েছে এক-আধটা।

বিরোধীরা শুধু রাজনীতি চায়, আলোচনা নয় : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই (হি.স.): বিরোধীরা শুধুমাত্র রাজনীতি চায়, আলোচনা নয়। বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মণিপুর ইস্যুতে শুক্রবারও সংসদে হইহট্টগোল করেছেন বিরোধীরা। ফলে দফায় লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে। মণিপুর পরিস্থিতি নিয়ে লোকসভায় হট্টগোলের মধ্যেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, 'মণিপুরের ঘটনা অবশ্যই অত্যন্ত গুরুতর এবং পরিস্থিতি বুঝতে পেরে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন যে মণিপুরে যা ঘটেছে তা সমগ্র দেশকে লজ্জায় ফেলেছে। এ ঘটনায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আমরা মণিপুর নিয়ে সংসদে আলোচনা চাই।'

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, 'আমি সর্বদলীয় বৈঠকে এই বিষয়ে বলেছিলাম এবং আমি সংসদে এটি পুনর্ব্যক্ত করছি যে আমরা মণিপুর নিয়ে সংসদে আলোচনা চাই। কিন্তু আমি দেখছি যে কয়েকটি রাজনৈতিক দল অকারণে এখানে এমন পরিস্থিতি

দিল্লির বন্যা : হট্টগোল কেন

ডঃ শিব সিং রাওয়াত

বিগত কিছু দিন ধরে হথনিকুন্ড ব্যারাজ থেকে আসা দু''টি খালে জল না ফেলা, হথনিকুন্ড ব্যারেজে যমুনা নদীর জল সংরক্ষণ না করা এবং বন্যা পরিস্থিতি তৈরি করতে ইচ্ছাকৃতভাবে সমস্ত যমুনার জল দিল্লির দিকে পাঠানোর জন্য হরিয়ানাকে দোষারোপ করে কিছু মিডিয়া গোষ্ঠী এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে। নদী-খাল ও ব্যারেজ-বাঁধ এবং হথনিকুন্ড ব্যারাজ গেট পরিচালনার পার্থক্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়েছিল। একজন জল বিশেষজ্ঞ হিসেবে, আমি এই প্রবন্ধের মাধ্যমে তথ্যগুলিকে মানুষের সামনে তুলে ধরে বিভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করেছি। আসুন আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখি-

হরিয়ানা সরকার কেন দু''টি খালে জল ছাড়েনি?

প্রথমে আমাদের নদী এবং খালের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বুঝতে হবে। নদী হল একটি প্রাকৃতিক বিস্তৃত মিষ্টি জলের প্রবাহ যা ভূমির মধ্য দিয়ে সমুদ্রে প্রবাহিত হয়। যেখানে খাল হল একটি দীর্ঘ, পাতলা জলের বিস্তৃতি যা একটি মানবসৃষ্ট কাঠামো যা এক এলাকা থেকে অন্য অঞ্চলে জল প্রবাহের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই যমুনা একটি প্রশস্ত এলাকা জুড়ে জলের প্রাকৃতিক প্রবাহের জন্য একটি নদী। অন্যদিকে, খাল হল একটি মানবসৃষ্ট ক্ষেত্র যা একটি অঞ্চলের জলের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

সামনের দিকে আরও এগিয়ে যাওয়ার আগে, আমি এটা পরিষ্কার করে দিই যে ১৯৯৪ সালের ১২ মে-র চুক্তি অনুসারে যমুনার জল পাঁচটি রাজ্যে (হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, দিল্লি, উত্তর প্রদেশ এবং রাজস্থান) বরাদ্দ করা হয়েছেন। হথনিকুন্ড ব্যারেজে যমুনা নদী থেকে দু''টি খাল বের হয়েছে। প্রথম পশ্চিম যমুনা খাল — এই খালের মাধ্যমে যমুনার জল হরিয়ানাকে সেচের জন্য এবং দিল্লিকে পানীয়ের জন্য দেওয়া হয়। এই খালের ক্ষমতা প্রতি সেকেন্ডে ২০০০ ঘনফুট (কিউসেক)। দ্বিতীয় পূর্ব যমুনা খাল - এই খালটি যমুনার জলকে সেচের জন্য উত্তর প্রদেশে নিয়ে যায়। এই খালের ধারণক্ষমতা ৭ হাজার কিউসেক। উভয় খালের মোট ধারণক্ষমতা ২৭০০০ কিউসেক। ২০২৩-এর ১১ জুলাই হথনিকুন্ড ব্যারেজ থেকে সর্বাধিক ৩৬,০০০০ কিউসেক জল প্রবাহের তুলনায় এটি মাত্র ৭ শতাংশ। তাই হরিয়ানা এই দুটি খালে জল ছেড়ে দিলে দিল্লিতে বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হত না, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটা পরিষ্কার যে উভয় খালের গেট খুলে দিলেও একটা বড় অংশ অর্থাৎ ৩৩৩০০০ কিউসেক জল দিল্লিতে চলে যেত। তাই মিডিয়ার মাধ্যমে স্বার্থান্বেষী মহল যে উপলব্ধি তৈরি করেছে তা সত্যের উপর ভিত্তি করে নয়।

হরিয়ানা সরকার হথনিকুন্ড ব্যারেজে কেন জল সংরক্ষণ করে না?

প্রথমে আমাদের ব্যারেজ এবং বাঁধের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। একটি ব্যারেজ হল একটি কাঠামো যা একটি নদী থেকে খাল সিস্টেমে জল সরানোর জন্য। ব্যারেজে কোন মজুদ নেই। এটি খালের জলের চাহিদা অনুযায়ী জলের অপসারণ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়। যেখানে একটি বাঁধ একটি নদীর উপর নির্মিত একটি প্রাচীর যা নদীর প্রবাহ বন্ধ করে এবং জলাধারে জল সংগ্রহ করে।

এটি স্পষ্ট করে যে হথনিকুন্ড ব্যারেজ হল একটি ব্যারেজ যার প্রধান কাজ হল যমুনার জলকে ডাব্লুওয়াইসি এবং ইওয়াইসি খালের দিকে সরানো। এখানে জল সংরক্ষণের জন্য কোনো বাঁধ নেই। হথনিকুন্ড ব্যারেজে জলের চাহিদা মেটানোর জন্য উভয় খালে জল প্রবাহিত করার পর উজানের অববাহিকা থেকে জলের প্রবাহ নিম্নধারার নদী ব্যবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়। ব্যারেজটি এর মধ্য দিয়ে যাওয়া স্রাব পরিমাপ করতেও ব্যবহৃত হয় যাতে বন্যা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য নিচু এলাকায় সতর্কতা জারি করা যায়। অতএব, এটা বলা ভুল যে হরিয়ানা ইচ্ছাকৃতভাবে হথনিকুন্ড ব্যারেজে জল সঞ্চয় করেনি।

হরিয়ানা কি ইচ্ছাকৃতভাবে দিল্লিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি করেছে?

হরিয়ানা হথনিকুন্ড ব্যারেজে যমুনার জল নিয়ন্ত্রণ করতে কেন্দ্রীয় জল কমিশনের নির্দেশিকা অনুসরণ করেছে। হথনিকুন্ড ব্যারেজে যমুনার জলের প্রবাহ দু''টি অবস্থার অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয় - স্বাভাবিক এবং বর্ষাকালে বন্যা।

ক) স্বাভাবিক পরিস্থিতি: যদি হথনিকুন্ড ব্যারেজে যমুনার প্রবাহ ১ লক্ষ কিউসেকের কম হয়, তবে হরিয়ানা, দিল্লি এবং ইউপির জলের চাহিদা মেটাতে উভয় খালে জল সরানো হয় এবং অবশিষ্ট জল নিম্নধারার নদী ব্যবস্থায় প্রবাহিত হয়।.

খ) বন্যা পরিস্থিতি: যদি হথনিকুন্ড ব্যারেজে জলের প্রবাহ ১ লক্ষ কিউসেক (আগে ছিল ৭০০০০ কিউসেক) ছাড়িয়ে যায়, তবে বন্যার জল ডাব্লুওয়াইসি এবং ইওয়াইসি খালের দিকে সরানো যাবে না, কারণ খালে প্রচুর পরিমাণে পলি জমা হতে পারে। খাল এবং প্রচুর পরিমাণে পাকানো পাথর খালের আস্তরণের ক্ষতি করতে পারে। তাই হথনিকুন্ড ব্যারেজ থেকে যমুনা নদীর প্রবাহ নদী ব্যবস্থার নীচের দিকে সরানো হয়।

মজার ব্যাপার হল এই বন্যার জল দিল্লি পৌঁছনোর আগে হরিয়ানার অনেক জেলার মধ্য দিয়ে যায়। যার জেরে হরিয়ানার অনেক জেলাও প্লাবিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, হরিয়ানা কেন দিল্লিকে প্লাবিত করার জন্য নিজের এলাকায় বন্যার ঝুঁকি নেবে? তাই দিল্লির উপস্থাপিত গল্পের কোনও মানে হয় না। এই ব্লেম গেইম রাজনৈতিক দায়ভার অন্য দিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য। কেউ প্রকৃত সমস্যা বুঝতে চায় না এবং কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করে না।

তাহলে প্রশ্ন উত্থাপন হয়, দিল্লিতে বন্যা হল কেন?

যমুনা নদীর উজানে অল্প সময়ের মধ্যে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে উত্তর ভারতজুড়ে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যাইহোক, দিল্লিতে বন্যা শুধুমাত্র ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে নয়, মাফিয়া এবং রাজনৈতিক দলগুলির পৃষ্ঠপোষক ব্যক্তিগত মাফিয়াদের দ্বারা বন্যা প্রবণ এলাকায় জমি দখল, মূল পথে বড় আকারের দখল এবং অবৈধ খনির কারণেও। এই দখল যমুনার প্রবাহ এলাকাকে হ্রাস করেছে, যার ফলে দিল্লি অঞ্চলে জলের স্তর রেকর্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালের ১৩ জুলাই ওল্ড রেলওয়ে ব্রিজে যমুনার সর্বোচ্চ জলস্তর ছিল ২০৮.৬৬ মিটার, যা ৪৫ বছর আগে ১৯৭৮ সালে স্থাপিত আগের রেকর্ড ২০৭.৪৯ মিটারকে ছাড়িয়ে গেছে। যমুনার জলস্তরের এই অভূতপূর্ব বৃদ্ধি ড্রেনেজ সিস্টেমে জলের প্রবাহকে ব্যাহত করেছে এবং এর ফলে দিল্লির স্থানীয় এলাকায় জলাবদ্ধতা ও বন্যা দেখা দিয়েছে। এই বছর যমুনা নিজস্ব পূর্ণ আকার ফিরে পেয়েছে।

দিল্লির বন্যা মোকাবেলায় কী করা উচিত?

যমুনা প্লাবনভূমিকে যে কোনো ধরনের দখলমুক্ত রাখতে হবে যাতে নদী অবাধে প্রবাহিত হতে পারে। নদীতে আবর্জনা ফেলা ও পলি পরিষ্কার করতে হবে। ড্রেনেজ সিস্টেমগুলিকে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্য ডিজাইন করতে হবে। বর্ষার আগে নর্দমা ও ড্রেনগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করে পলিমুক্ত করতে হবে। জলাভূমি ও জলাশয় থেকে দখল অপসারণ করতে হবে।

নদীর প্লাবনভূমি বরাবর বিদ্যমান বাঁধগুলোকে শক্তিশালী করা এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে নতুন বাঁধ নির্মাণ করা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকার এবং সমস্ত স্টেকহোল্ডার রাজ্যগুলিকে যমুনার উজানে জল সঞ্চয়ের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রেণুকা বাঁধ, লাখওয়ার বাঁধ এবং কিশাউ বাঁধে আপস্ট্রিম স্টোরেজ নির্মাণ ত্বরান্বিত করা উচিত। অন্যথায়, প্রকৃতি নিজস্ব ভূমিকা পালন করবে। হয় আমরা ভারতের মানুষ প্রকৃতির মূল্য বুঝি অথবা সময়ে সময়ে প্রকৃতির রোষের মুখোমুখি হই। এই সময়ে রাজনীতি করবেন না। বরং সকল স্টেকহোল্ডারদের একত্রিত হয়ে কাজ করা উচিত এবং দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করা এবং মানবতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। আসুন আমরা সবাই মিলে 'ইন্ডিয়া ফার্স্ট' স্লোগান তুলি।

(লেখক প্রাক্তন সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার, সেচ ও জল সম্পদ বিভাগ, হরিয়ানা।)

মণিপুরেরর সঙ্গে জঙ্গী যোগ স্পষ্ট বলে দাবি সংযুক্ত হিন্দু ফ্রন্টের

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি. স.) : মণিপুরের ঘটনার সঙ্গে জঙ্গী যোগ স্পষ্ট বলে দাবি করলেন সংযুক্ত হিন্দু ফ্রন্ট সভাপতি শঙ্কর মণ্ডল। তাঁর দাবি, মণিপুরের ঘটনা সেই রাজ্যের সরকার বা কোন রাজনৈতিক দলের নয়। এটা অবশ্যই দেশের সমস্যা, আর সেই সমস্যার ব্যাপারে সরকার চেষ্টা করছে। তা খুব দ্রুত সমাধান করবে।

শঙ্করবাবুর মতে, ভুলে গেলে চলবে না যে, দেশের বহিঃশত্রুর আক্রমণ মোকাবিলা করাটাই একটা বড় ঘটনা। সেদিক থেকে দেখতে গেলে কাশ্মীর পাঞ্জাব অসম নাগাল্যান্ড এরকম অনেক রাজ্যেই এই ধরনের ঘটনার মোকাবিলা সরকারকে কোনও না কোনও সময় করতে হয়েছে। তাই এই মণিপুর দেখিয়ে যারা পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির সমালোচনাকে সমর্থন করছে, তাতে ওদের মুর্খামী আরও একবার প্রমাণ করলো।

শঙ্করবাবুর কথায়, কমিউনিষ্ট নামক বিষাক্ত দর্শন যদি জীবিত থাকে তাহলে বারবার মণিপুরের মত ঘটনা যে কোন জায়গায় ঘটতে পারে। ভুলে গেলে চলবে না, এই মণিপুরের ঘটনার পেছনে ধর্মীয় উন্মাদনা, মাদকের পাচার ও বিদেশী শক্তির মদত, তাকে অবশ্যই কঠিন কাজ মোকাবিলা করা। আর এই বিদেশী শক্তিকে আদর্শগতভাবে সমর্থনকারী দলই হল কমিউনিষ্ট।

সুতরাং লড়াই কঠিন, আর সমস্ত চোর জোচ্চররা এক হয়ে দেশের নাম ব্যবহার করে জোট তৈরি করাটাও একটা ভাববার বিষয়। নাটক নয়, বিরোধীদের উচিত সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে এর মোকাবিলা করা।

মণিপুর নিয়ে সরব তথাগত রায়

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি. স.) : মণিপুর নিয়ে সরব হলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। মণিপুর সম্পর্কে না জেনে 'মণিপুর, মণিপুর'' বলে চিৎকার করা থেকে বিরত থাকার আবেদন জানালেন তিনি।

টুইটারে শুক্রবার তিনি লিখেছেন, ''মণিপুরের জাতিগত ঝামেলার পেছনে কি ধর্মীয় প্রভাব আছে? ছিল, নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ে। ধর্ম প্রচারের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য আমাদের সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদে সংশোধন প্রয়োজন। বিবেক দ্বারা স্পষ্টভাবে চালিত না হলে লোকেরা যে বিশ্বাসে জন্মগ্রহণ করেছিল তাতে থাকতে দিন।

''মণিপুর, মণিপুর'' বলে চিৎকার করা বেশিরভাগ লোকই জানে না রাজ্যটি কোথায় এবং সমস্যা কী। সমস্যা হল যে কুকিরা (এসটি) চায় না মেইটিদের এসটি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হোক। এটি মূলত একটি জাতিগত বিবাদ। এখন পর্যন্ত আমি কোনও পক্ষ থেকে কোনও সমাধান সম্পর্কে কোনও পরামর্শ শুনিনি!

বাংলার ভোটে হিংসা নিয়ে লোকসভার স্পিকারকে চিঠি দিলীপের

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই (হি. স.) : বাংলার ভোট হিংসার বিষয়কে এবার দিল্লিতে নিয়ে গেল বিজেপি। সংসদে আলোচনা চেয়ে লোকসভার স্পিকারকে চিঠি দিলেন দিলীপ ঘোষ। এই নিয়েই শুক্রবার সংসদ ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি সাংসদরা। এনিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল।

ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে পঞ্চায়েত ভোটের ফল ঘোষণার পরেও রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখার নির্দেশ দিয়েছিল হাই কোর্ট। আদালতের নির্দেশ ছিল, ফল প্রকাশের পর ১০ দিন বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখতে হবে, যাতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যায়। গত ১১ জুলাই পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফল ঘোষিত হয়।

দিল্লিতে প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকে মিলিত মোদী ও রনিল, ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে কয়েকটি চুক্তি বিনিময়

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই (হি.স.) : দিল্লিতে প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমাসিংহে। মোদী ও রনিলের উপস্থিতিতে শুক্রবার ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে কয়েকটি চুক্তি বিনিময় হয়েছে। দু''দিনের সফরে বৃহস্পতিবারই ভারতে এসেছেন শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমাসিংহে।

এদিন সকালে তিনি ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মিলিত হন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট। প্রথমে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন মোদী ও রনিল। পরে প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হন।

মোদী ও রনিলের উপস্থিতিতে শুক্রবার ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে কয়েকটি চুক্তি বিনিময় হয়েছে। এই চুক্তিগুলির মধ্যে একটি হল শ্রীলঙ্কায় ইউপিআই স্বীকৃতির জন্য নেটওয়ার্ক-টু-নেটওয়ার্ক চুক্তি। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেছেন, 'শ্রীলঙ্কায় ইউপিআই চালু করার জন্য স্বাক্ষরিত চুক্তি, ফিনটেক সংযোগ বাড়াবে।' তিনি আরও বলেন, 'আমি শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমাসিংহে এবং তাঁর প্রতিনিধি দলকে ভারতে স্বাগত জানাই। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর এক বছর পূর্ণ হওয়ায় আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাই। শ্রীলঙ্কার জনগণ গত বছর অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো আমরা সংকটের সময়ে শ্রীলঙ্কার জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।'

শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমাসিংহে বলেছেন, 'গত এক বছরে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে অসাধারণ চ্যালেঞ্জগুলির সম্মুখীন হয়েছে শ্রীলঙ্কা এবং এই চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে আমি বেশ কয়েকটি ফ্রন্টে যে সংস্কার পদক্ষেপ নিয়েছি সে সম্পর্কেও আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে উপলব্ধি করেছি। নিঃসন্দেহে আমাদের আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং সময়টিতে শ্রীলঙ্কার প্রতি সংহতি ও সমর্থনের জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং ভারত সরকার ও ভারতের জনগণের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি।'

একধাক্কায় ভারতে কোভিড-সংক্রমণ বেড়ে ১০৯; নিম্নমুখী সক্রিয় রোগীর সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই (হি.স.) : ভারতে একধাক্কায় করোনার দৈনিক সংক্রমণ ১০০-র গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল, তবে কমল সক্রিয় রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ১০৯ জন। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৪৬০-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯১৫।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬১,৭৮৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৫২৪ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৪৯,৬৪৩ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২০ জুলাই সারা দিনে ভারতে ৪৬,৮৪০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে সংসদে সরব বিরোধীরা, উত্তাল উভয়কক্ষের অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই (হি.স.): মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও সংসদে সরব হয়েছেন কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী দলের সাংসদরা। বিরোধী সাংসদদের তুমুল হইহট্টগোলের কারণে শুক্রবার লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন দফায় দফায় মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে।

মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে এদিন সংসদে আলোচনার দাবি জানান বিরোধীরা। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, আলোচনা হবেই। তবুও হইচই, হট্টগোল চলতে থাকে।

মণিপুর পরিস্থিতি নিয়ে লোকসভায় হট্টগোলের মধ্যেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, 'মণিপুরের ঘটনা অবশ্যই অত্যন্ত গুরুতর এবং পরিস্থিতি বুঝতে পেরে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন যে মণিপুরে যা ঘটেছে তা সমগ্র দেশকে লজ্জায় ফেলেছে। এ ঘটনায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আমরা মণিপুর নিয়ে সংসদে আলোচনা চাই।' হইহট্টগোলের মধ্যেই দুপুর বারোটা পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়। রাজ্যসভাতেও একই অবস্থা ছিল, তাই রাজ্যসভার অধিবেশন দুপুর ২.৩০ মিনিট পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

অন্ডালে ডাইনি সন্দেহে বৃদ্ধার ওপর পাশবিক অত্যাচার, ধৃত ৩

দুর্গাপুর, ২১ জুলাই (হি. স.) : এ কোন সমাজ! যেখানে বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে চন্দ্রযান ৩ উৎক্ষেপণ সাফল্যের আশায় বিভোর। তখন বিজ্ঞানের যুগে কুসংস্কারে বিশ্বাস। ডাইনি সন্দেহে এক বৃদ্ধা মহিলা পাশবিক অত্যাচারের শিকার। নগ্ন করে চুল কেটে আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে মাথায় ব্লেড দিয়ে চিরে দেওয়া হল। লাঠি গুঁজে মল, মূত্র খাওয়ানোর অভিযোগ উঠল। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডালের দক্ষিণখন্ডের ডামরা বাঁধ এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাত্রে ঘটনার অভিযোগে অভিযুক্ত গুনিনসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করল অন্ডাল থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।ঘটনায় জানা গেছে, আক্রান্ত ওই বৃদ্ধার বয়স প্রায় ৬০ বছর। অন্ডালের দক্ষিণখন্ডের ডামরা বাঁধ গ্রামের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার রাত্রে অন্ডাল থানার দারস্ত হয় ওই বৃদ্ধা। ঘটনার অভিযোগে তিনি জানান, 'গ্রামের মহাদেব কিস্কু, রবিন কিস্কু, ববি হাঁসদা, সূর্য সোরেন লক্ষিন্দর সহ বেশ কিছু লোক তাকে ডাইনি বলে সন্দেহ করত। গত ৭ জুলাই তারা লাউদোহা থানায় ইচ্ছাপুর গ্রাম থেকে সরস্বতী বাগদী নামে এক স্বঘোষিত গুনিন ওঝাকে গ্রামে ডেকে আনে। ওই ওঝা পুজোপাঠ, তুকতাক করার পর আমাকে ডাইনি ঘোষণা করে। তারপরই ওই ওঝার উস্কানিতে গ্রামের রবিন কিস্কু, মহাদেব কিস্কু, সূর্য সোরেন সহ ১০-১২ জন পুরুষ ও মহিলা সারারাত ধরে আমার ওপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার চালায়।' তিনি আরও বলেন,' নগ্ন করে শরীরে আগুনের ছ্যাঁকা দেয়। মাথার চুল কেটে দেয়, মাথায় ব্লেড দিয়ে চিরে দেয়। মুখে লাঠি গুঁজে জোর করে পায়খানার জল, মূত্র খাওয়ানো হয়।' অভিযোগে তিনি আরও বলেন,' আমার মেয়ে বাঁচাতে আসলে তার কাছে ২০ হাজার টাকা নগদ নেয়। তাকেও মারধর করে। প্রাণ ভয়ে আতঙ্কে মেয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিই।' সেখান থেকে পালিয়ে ওই বৃদ্ধা মাকে নিয়ে কাঁকসা প্রাথমিক হাসপাতালে ভর্তি করে তার মেয়ে।এদিকে, খবর চাউর হতেই ওই বৃদ্ধার পাশে দাঁড়ান ভারত জাকাতমাঝি পরগনা আদিবাসী সংগঠনের লোকজন। বৃহস্পতিবার মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে তারা প্রথমে পৌঁছান দুর্গাপুর-ফরিদপুর থানায়। সেখানে লিখিত অভিযোগ নথিভূক্ত করাতে গেলে তাদের অন্ডাল থানায় যাওয়ার পরামর্শ দেয়। এরপর রাত্রে ওই মহিলা ওঝা সহ ১০-১২ জনের নামে লিখিত অভিযোগ জমা দেন অন্ডাল থানায়।ভারত জাকাতমাঝি পরগনার পক্ষে লেবু হেমব্রম বলেন,' বিষাক্ত কাটা দিয়ে শরীরে ফুঁড়েছে। অমানবিক শুধু নয়, পাশবিক অত্যাচার করেছে। বিজ্ঞানের যুগে কুসংস্কারের ওপর নির্ভর করে আমাদের সমাজটাকে পচিয়ে দিচ্ছে একশ্রেনীর মানুষ। তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবী জানাচ্ছি। তা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে।' যদিও ঘটনার অভিযোগে পুলিশ ৩ জনকে গ্রেফতার করে।

অভিযান

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছে। পাশাপাশি একটি দোকান থেকে ন্যায্যমূল্যের দোকানের ১৭৫ কেজি চাল উদ্ধার করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন দোকানে খাদ্য সামগ্রীর দাম সঠিক রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, লাইসেন্স না থাকার কারণে একটি দোকানে নোটিশ জারি করা হবে। এরকম অভিযান আগামী দিনে জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

রেলে কাটা

● প্রথম পাতার পর

কোন বিষয় নিয়ে বচসা হয় বলে জানিয়েছে মৃত অরুনের বাবা। এরপর রাত পৌনে বারোটা নাগাদ স্থানীয় রেল পুলিশের কাছে খবর গিয়ে পৌঁছায় যে মাইগঙ্গা এলাকায় এক ব্যাক্তি কোন ভাবে রেলে কাঁটা পড়েছে। রেল পুলিশের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মৃতদেহ তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময় বিষয়টা পরিষ্কার হয় যে এই মৃতদেহ অরুন নমঃ দাসের।এভাবে তরুণ তাজা যুবকের রেল লাইনের নিচে কাঁটা পড়ে মৃত্যু হওয়ার ঘটনার খবর চাউর হতেই গোটা এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

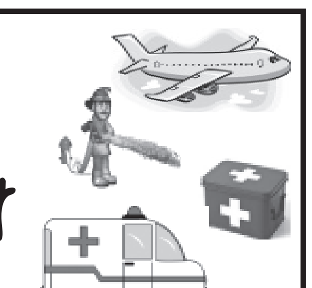

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা গড়তে মহিলা মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের প্রচার কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। প্লাস্টিকের কু প্রভাব মানুষের জীবনযাত্রাকে ভয়ংকর পরিণতির দিকে ধাবিত করছে। একমাত্র জনসচেতনতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়েই প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করা সম্ভব। এই আহ্বানকে সামনে রেখে শুক্রবার মহিলা কলেজের এনএসএস ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবীরা আগরতলা শহরে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করে। শহরের ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়। আগরতলা মহিলা মহাবিদ্যালয়ের এন এস এস শাখার পক্ষ থেকে শুক্রবার প্লাস্টিক মুক্ত দেশ ও রাজ্য গড়ার উদ্দেশ্যে এক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কলেজ থেকে বের হয়ে ছাত্রীরা ব্যবসায়ী ও পথচারীদের কাছে লিফলেট বিতরণ করে প্লাস্টিক বর্জন করার জন্য আহ্বান জানান।পরবর্তী সময় সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তারা বলেন প্লাস্টিক মুক্ত দেশ এবং রাজ্য গড়তে পারলে মানুষের বিভিন্ন রোগ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ হবে। সকলে যাতে প্লাস্টিক মুক্ত রাজ্য বা দেশ গড়ার দিকে নজর দেয়। এর জন্যই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান ছাত্রীরা।'

স্মার্ট ক্লাসরুমের

● প্রথম পাতার পর

লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পূরণে রাজ্যের শিক্ষা পরিকাঠামোর উন্নয়নে সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। রাজ্যের ছেলেমেয়েরা আগে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বহির্রাজ্যে চলে যেতো। বর্তমানে রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যাতে রাজ্যেই উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে সেরকম পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে সাধারণ ডিগ্রি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, আইন বিশ্ববিদ্যালয়, ন্যাশনাল ফরেন্সিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ সহ সরকারি ও বেসরকারি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। এগুলিকে ভিত্তি করেই আগামীদিনে রাজ্যে এডুকেশন হাব গড়ে তুলতে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রকে প্রাধান্য দিয়েই ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি অর্থবরাদ্দ রাখা হয়েছে। পিএম-শ্রী প্রকল্পে মাধ্যমে প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপন করা হবে। এরজন্য এবারের বাজেটে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সমাজের দুর্বল ও অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীদের অনলাইনে ভর্তির আবেদনের সুবিধার্থে একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছাত্রীদের মধ্যে ৪৪ হাজার ৬০০টি বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও ছাত্রীদের বাইসাইকেল দেওয়া হবে। এজন্য বাজেটে ৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে 'মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা' নামে একটি নতুন পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্বাদশমান পরীক্ষায় প্রথম ১০০ জন স্থানাধিকারী ছাত্রীকে বিনামূল্যে স্কুটি দেওয়া হবে। রাজ্যের শিক্ষা পরিকাঠামোর উন্নয়নের লক্ষ্যে পিএম-শ্রী ও বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে ৪০০টি সরকারি বিদ্যালয়ের আধুনিকীকরণ করা হবে। এজন্য আগামী ৫ বছরে দুই হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের যুব সম্পদায়কে দেশ সেবায় উৎসাহিত করতে রাজ্য সরকার প্রতিটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'ত্রিপুরা অগিবীর' কর্মসূচি চালু করা হবে। রাজ্যের দিব্যাঙ্গ দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা লাভে উৎসাহিত করতে 'চিফ মিনিস্টার্স স্পেশাল স্কলারশিপ' চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ৫ হাজার টাকা এবং ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য ৪ হাজার টাকা করে মাসিক বৃত্তি প্রদান করা হবে। রাজ্যের ১১টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের সহায়তায় বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে। উদয়পুরের নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ৪০ কোটি টাকা, মহারাজা বীরবিক্রম কলেজে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং-এর জন্য ৭৭ কোটি টাকা এবং ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিস ইন এডুকেশনের প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের জন্য ১০ কোটি টাকার বরাদ্দ এবারের বাজেটে রাখা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে শিক্ষা দপ্তরের সচিব শরদিন্দ চৌধুরী বলেন, রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করাই হচ্ছে মার্ট ক্লাসরুমের প্রধান উদ্দেশ্য। মার্ট ক্লাসরুমের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার প্রতি আরও আগ্রহ বাড়বে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মধ্যশিক্ষা অধিকারের অধিকর্তা চান্দনি চন্দ্রন ও বুনিয়াদি শিক্ষা অধিকারের অধিকর্তা শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সহ অন্যান্য অতিথিগণ উমাকান্ত একাডেমির মার্ট ক্লাসরুম ও অটল টিঙ্কারিং ল্যাব পরিদর্শন করেন এবং ছাত্রদের সাথে মতবিনিময় করেন।

যুবক গ্রেপ্তার

● প্রথম পাতার পর

আমতলী এলাকার সম্রাট রায় নামে এক যুবক অপহরণ করে নিয়ে যায়। এই নাবালিকা মেয়েটিকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে নিজ বাড়িতে না রেখে অন্য এক বাড়িতে ভাড়া করে রেখে মেয়েটির সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে বেশ কিছু দিন যাবত। পরবর্তী সময় সেখান থেকে ১২/০৭/২০২৩ইং তারিখে মেয়েটি পালিয়ে আসে বড়পাথড়ি লক্ষ্মীপুর স্থিত নিজ বাড়িতে। বাড়িতে এসে ঘটনার বিস্তারিত জানায় পরিবারের লোকজনকে, পরিবারের পক্ষ থেকে গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মামলা দায়ের করে। মামলা হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে ওসি খোকন সাহার নেতৃত্বে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে পিয়ার বাড়ি থানায় ,পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ৩৬৬/৩৭৬/৩২৩/১২০(বি)/৩৪ আইপিসি ধারা এবং সেকশান ০৬/ অফ পস্কো এক্টে মামলা গ্রহণ করে। পি আর বাড়ি থানায় মামলার নম্বর হল ৪৯/২০২৩ ,পি আর বাড়ি থানার ওসি জানায় আগামীকাল অভিযুক্তকে জেলা ও দায়রা আদালতে প্রেরন করা হবে।

বৃক্ষরোপণ

● আটের পাতার পর

মানুষের চাহিদার কারণে দিন দিন ব্যাপক হারে বাড়ছে অরণ্য উচ্ছেদ।যার কারণে প্রকৃতি ভারসাম্য হারাচ্ছে।সুস্থ জীবনযাপনের জন্য দূষণমুক্ত সুস্থ পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন। দূষণমুক্ত সুস্থ পরিবেশ গঠনে বৃক্ষরোপণ ও বনসংরক্ষনের ভূমিকা অন্যতম উল্লেখযোগ্য।তাই আজ গন্ডাছড়া বন দপ্তরের উদ্যোগে বৃক্ষ রূপন কর্মসূচির মাধ্যমে সকল স্তরের মানব কূলকে বার্তা দিতে গিয়ে, ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমা বন দপ্তরের বৃক্ষরোপণ ও বনসংরক্ষণ কর্মসূচি হাতে নেন।পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ ও বনসংরক্ষণ কর্মসুচি গন্ডাছড়া বন দপ্তর থেকে জগবন্ধুপাড়া কমিউনিটি হলে প্রদীপ জ্বালিয়ে সভার শুরু করেন সভাপতি প্রমোদ ত্রিপুরা। স্বাগত ভাষণ রাখেন গন্ডাছড়া বন দপ্তরের রেঞ্জার বিন্দুজয় ত্রিপুরা।

শিবির অনুষ্ঠিত

● আটের পাতার পর

রক্তদানে এগিয়ে এলে তাঁদের উপকার হয়।জেলা প্রশাসনের তরফে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ক্লাবগুলিকে রক্তদান শিবির আয়োজন করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। পাশাপাশি, রক্তদান সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে প্রচার শুরু করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি এই সব সংস্থাও যাতে রক্ত সংকট দূর করতে হাতে হাত মেলায় তার জন্য আহ্বান জানান সকলকেই।রক্তদান শিবিরে যারা রক্ত দিতে এগিয়ে এসেছেন তাদের প্রত্যেককে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আগামী দিনগুলিতে এধরনের রক্তদান শিবিরে আরো বেশি সংখ্যায় রক্তদাতাদের এগিয়ে আসছে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। শিবিরে ৫০জন স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন।রক্তদান শিবিরকে মহকুমা প্রশাসনের কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

বিভিন্ন দাবীতে উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তাকে ডেপুটেশন দিয়েছে যুব কংগ্রেস এবং এনএসইউআইয়ের এক প্রতিনিধি দল। ছবি নিজস্ব।

বাতাদোলা এইচএস স্কুলে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। ছাত্র নং অদ্য নং তপ, আজকের ছাত্র-ছাত্রী হবে আগামীকালকের ভবিষ্যৎ, ওরাই দেশের কান্ডারী ওদেরকে মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারলেই আমাদের বসুন্ধরা সুন্দর সুজলা সুফলা হবে। শিক্ষার বিকল্প নেই তাই শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মেরুদন্ড বাঁচা বাড়ার রসদ। উক্ত কথা গুলি মনীষীদের তাদের বাণী দেশ উপদেশ জীবন চলার পথে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই বিষয়টি মাথায় রেখে বাতাদোলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালেরএস এম সি কমিটির উদ্যোগে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের ২০২৩ সালের মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বিশেষ সফলতা অর্জনে ১১ জন ছাত্র-ছাত্রীদের কে সংবর্ধনাপ্রদান করা হয়েছে আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। আজ সকাল বেলা আর সময় বাতা দোলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানে শুভ সূচনা করেন সিপাহীজলা জেলার বিশিষ্ট দক্ষিণাংশের সভাপতি শ্রদ্ধেয় জনদরদী জননেতা সমাজসেবক তথা দেবব্রত ভট্টাচার্য মহাশয়। আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন গ্রাম প্রধান পিংকি ভৌমিক সরকার। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনার পর অতিথিদেরকে ব্যাস পড়িয়ে এবং ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। দেশাত্মবোধ ক।গান এবং নিত্যর মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি আকর্ষণীয় করে তোলেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তথা সোনা মুরা মহকুমা এবং ডিস্ট্রিকের বিশিষ্ট সমাজ সেবক দেবব্রত ভট্টাচার্য উনার ভাষণে বলেন, আজকের যারা ছাত্র-ছাত্রী তারাই আগামী দিন দেশ দ্বারক-বাহক রাষ্ট্র গঠনে সমাজ গড়াতে কারিগর হিসেবে কাজ করবে। সুতরাং সেই ফুলগুলিকে কাজে লাগিয়ে বিশাল প্রতিভাবান ছেলে মেয়ে রয়েছে। বর্তমান সরকারের আঙিনায় নিয়ে এখন অসুবিধা দিয়ে তাদেরকে ও মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে কাজ করার লক্ষ্যে সরকার এগিয়ে যাচ্ছে সবার সাথে সবার উন্নতি সরকারের প্রধান লক্ষ্য। উক্ত মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইনচার্জ নিমাই চন্দ্র দাস তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান সঞ্জয় সরকার বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতি, সঙ্গে বিজিত প্রার্থী, ভাতিজোলা গ্রামের জনদরদি বিশিষ্ট সমাজসেবক রবি দত্ত রঞ্জন রায় এবং অন্যান্য স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ। ১১ জন স্কুলেরছাত্র-ছাত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে হয়েছে খাতা কলম গীতা প্রোফাইল। অনুষ্ঠানটি ছিল মুখরিত উৎসাহ উদ্দীপনা ছাত্র-ছাত্রীদের মনে খুশির জোয়ার এনেছে।

গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে মৎস্যচাষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে : মৎস্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে মৎস্যচাষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মৎস্য উৎপাদনে রাজ্যকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে। আজ খোয়াইয়ের বারবিল প'ায়েতে খোকন দেবের ফ্রেশ ওয়াটার ফিনফিস হ্যাচারির উদ্বোধন করে মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই হ্যাচারি নির্মাণ করা হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করে নিজে এবং অন্যকে আত্মনির্ভর করে তোলার জন্য মৎস্যমন্ত্রী আহ্বান জানান।

হ্যাচারির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা মোসেলেমউদ্দিন আহমেদ। উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, খোয়াই জিলা পরিষদের কর্মবিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুব্রত মজমদার, খোয়াই প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দাস, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব বি এস মিশ্র, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা ড. কে শশীকুমার, জেলাশাসক দিলীপ কুমার চাকমা প্রমুখ। মৎস্যমন্ত্রী শ্রীদাস এদিন অজগরটিলাস্থিত বিজয় গোপের ফলবাগান ও নার্সারি, রামচন্দ্রঘাটে রবীন্দ্র দাসের শূকর খামার এবং চেবরি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির জলাশয় পরিদর্শন করেন। হ্যাচারি উদ্বোধনের আগে মৎস্যমন্ত্রী দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজ পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি বৃক্ষরোপণ করেন। কলেজের অধ্যক্ষ ড. বি সি দাস এবং অধ্যাপক - অধ্যাপিকাগণ বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

দুর্গাপুরে ডেঙ্গুর প্রকোপ, আক্রান্ত ১৪ প্রতিরোধে তৎপর জেলা স্বাস্থ্য দফতর

দুর্গাপুর, ২১ জুলাই (হি. স.) গত দু বছর ধরে বন্ধ ১০০ দিনের কাজ। তার ওপর রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। লাটে উঠেছে সাফাই কাজ। শ্রাবনের শুরুতেই বাড়ছে মশা বাহিত ডেঙ্গু সংক্রামক। দুর্গাপুর পলাশডিহা ১৪ জনের শরীরে মিলল ডেঙ্গু। নজরে পড়তেই ডেঙ্গু প্রতিরোধে জোর তৎপরতা শুরু করল পশ্চিম বর্ধমান জেলা স্বাস্থ্য দফতর।ঘটনায় জানা গেছে, গত কয়েকদিন ধরে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে সর্দি জ্বরের উপসর্গ দেখা দিয়েছে। যার মধ্যে দুর্গাপুর ৩২ নং ওয়ার্ড পলাশডিহায় বেশ কয়েকজনের জ্বরের প্রকোপ দেখা যায়। খবর পেয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলা স্বাস্থ্য দফতর নড়েচড়ে বসে। বৃহস্পতিবার এলাকায় মেডিক্যাল ক্যাম্প করে। এলাকার ১৪৯ জনের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে। জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, যার মধ্যে ১৪ জনের নমুনায় ডেঙ্গু এনএস-ওয়ান পজেটিভ পাওয়া যায়। আক্রান্তরা সকলে আপাতত বাড়িতে চিকিৎসাধীন। নমুনা মিলতেই পরীক্ষার জন্য জমা জলে মশার লাভা সংগ্রহ করে স্বাস্থ্য দফতর। ঘটনার খবর চাউর হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় নিয়মিত নিকাশী সাফাই না হওয়ায় মশার উপদ্রব বেড়েছে। যদিও এদিন পুরসভার পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি সাফাই কাজ শুরু করে। এলাকায় মশা দমনের জন্য কিটনাশক ছড়ানো শুরু হয়।উল্লেখ্য, গত বছর কাঁকসার বসুধায় এক ডেঙ্গু আক্রান্ত স্কুল ছাত্রীর মৃত্যু হয়। তারপরই নড়েচড়ে বসে পুর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন। চলতি বছর আবার জেলায় ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা দেওয়ায় আতঙ্কিত শিল্পাঞ্চলবাসী। যদিও গ্রামীন এলাকায় গত দু বছর ধরে বন্ধ ১০০ দিনের কাজ। তার ওপর পঞ্চায়েত নির্বাচন। ফলে লাটে উঠেছে সাফাই কাজ। যত্রতত্র জমা জঞ্জাল। মুখ থুবড়ে পড়েছে জনবসতি এলাকার ওপর দিয়ে যাওয়া সেচ ক্যানেল গুলি। আর তাতেই সামন্য বৃষ্টিতে নিকাশীর নোংরা জল উপচে পড়ছে। বদ্ধ নোংরা জলে বাড়ছে ডেঙ্গি মশার আতুঁড়ঘর। পশ্চিম বর্ধমান জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক সেখ মহম্মদ ইউনুস জানান,' পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হয়েছে। এলাকার মানুষকে সচেতন করা হয়েছে। গোটা এলাকায় মশা দমনে কিটনাশক ছড়ানো হয়েছে। সকলকে মশারী ব্যাবহারের জন্য বলা হয়েছে।'

ফের দামোদর পারাপার করতে গিয়ে তলিয়ে মৃত্যু যুবকের

দুর্গাপুর, ২১ জুলাই (হি. স.) ফের দামোদর পারাপার করতে গিয়ে তলয়ে মৃত্যু হল এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের। বৃহস্পতিবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে বড়জোড়া থানার পখন্না মানাচরে। তল্লাশিতে শুক্রবার যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনায় জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকালে পখন্নায় দামোদর নদীতে পারাপার করার সময় আচমকায় জলে তলিয়ে যায় ওই ব্যাক্তি। প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় বাসিন্দারা জলের মধ্যে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। খবর পেয়ে পখন্না ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কিন্তু, এদিন নিখোঁজ ব্যক্তির কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। শুক্রবার সকালে ফের তল্লাশী অভিযান শুরু হয়। এদিন সকালে দামোদর নদে স্পিড বোট নিয়ে তল্লাশী শুরু করে উদ্ধারকারী দল। বেলা ১০ টা নাগাদ ওই যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। তারপর বড়জোড়া থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়। যদিও এদিন বিকাল পর্যন্ত ওই যুবকের নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, গত ৬ জুলাই আদিত্য চ্যাটার্জী (১৮), নামে এক যুবক দামোদর নদে বালিখাদে স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু হয়। আশপাশের লোকজন বিষয়টি দেখে পরিবারের লোকজনকে খবর দেয়। খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা খোঁজাখুজি শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সোনামুখী থানার পুলিশ ও উদ্ধারকারীদল। পরদিন দুপুরে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তার কয়েকদিন আগেই দামোদরের দুর্গাপুর ব্যারেজ এলাকায় স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে মৃত্যু হয় তিন ছাত্রের। পর পর দামোদরে জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

মাতৃভাষা অধিকার রক্ষার শপথ কাছাড়ের বিভিন্ন প্রান্তে

শিলচর (অসম), ২১ জুলাই (হি.স.) : মাতৃভাষা অধিকার রক্ষার শপথ নিয়ে কাছাড় জেলার বিভিন্ন জায়গায় জগন্ময় দেব এবং দিব্যেন্দু দাসকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও, যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও, মহিলা সংগঠন এ আই এম এস এস এবং কিশোর কিশোরী সংগঠন কমসোমল।

শিলচর শহরে উপস্থিত শহিদ ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে সংগঠনগুলির কাছাড় জেলা কমিটির উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন ভাষা শহীদদের অস্থায়ী শহীদবেদী স্থাপন করে শ্রদ্ধা জানায় বিশিষ্ট শিক্ষক সুব্রত চন্দ্র নাথ, অধ্যাপক অজয় রায়, এ আই ডি ওয়াই ও''''র জেলা সহ-সভাপতি পরিতোষ ভট্টাচার্য, এ আই ডি এস ও''''র জেলা সহ-সভাপতি প্রশান্ত ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ পল্লব ভট্টাচার্য, এ আই এম এস এস এর পক্ষে খাদেজা বেগম লস্কর, এ আই কে কে এম এস পক্ষে সজল কান্ত দাস এবং উপস্থিত সংগঠগুলোর সদস্যবৃন্দ। আলোচনা সভার পূর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন গৌতম নন্দী, দেবজিতা দাস, বিপ্লব ঘোষ প্রমুখ। বিশিষ্ট শিক্ষক সুব্রত চন্দ্র নাথ তার বক্তব্যে বলেন অসমে এজিপি সরকার প্রথমবার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৮৬ সালে ভাষা সার্কুলার জারি করে অনসমিয়া ভাষিক-গোষ্ঠীর মানুষদের মৌলিক অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার চক্রান্ত করে। এ ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে বরাক উপত্যকার সংগ্রামী মানুষ তথা ছাত্র - যুব সম্প্রদায়। ১৯৬১ সালের মাতৃভাষা আন্দোলনের শহিদের আত্মবলিদানের চেতনাকে পাথেয় করে ছাত্র যুবরা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

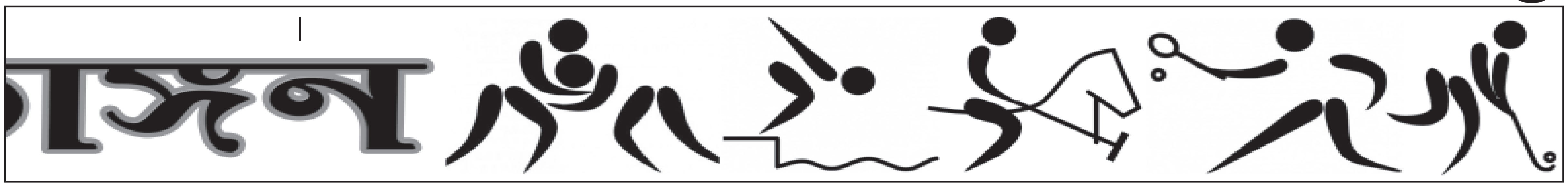

উদয়পুরে প্রাইজমানি দাবা প্রতিযোগিতা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। দাবা প্রতিযোগিতা আজ। মহকুমা দাবা সংস্থার উদ্যোগে। প্রথমবর্ষ আসরে ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। প্রায় ৫৪ জন দাবাড়ু আসরে অংশ নিয়েছে। গিরিধারী পল্লির ফ্লাওয়ার্স ক্লাবে হবে আসর। প্রাইজমানি মাসিক দাবা প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন মহকুমা দাবা সংস্থার সভাপতি জয়পদ সাহা। এছাড়া উপস্থিত থাকবেন সচিব মনোরাজ সরকার। আসরে সহযোগিতায় রয়েছে মেট্রিক্স চেস আকাদেমি। সকাল সাড়ে ৯ টায় শুরু হবে প্রথম রাউন্ডের খেলা। মোট ৫ রাউন্ডের আসর হবে। আসরের প্রথম ৫ স্থানাধিকারী দাবাড়ুকে প্রাইজমানি দেওয়া হবে। এছাড়া অনূর্ধ-৭,৯,১১ ও ১৩ বিভাগের প্রথম ৩ স্থানাধিকারী দাবাড়ুকে পুরস্কৃত করা হবে। থাকছে সর্বকণিষ্ঠ দাবাড়ু-র পুরস্কারও। খেলা পরিচালনা করবেন আন্তর্জাতিক আরবিটর প্রদীপ কুমার রায়।

নিখোঁজ সংবাদ

Ref :- Melaghar PS Case No.2023MLG048
Dated : 27/05/23 U/S-363/34 IPC

উপরিউক্ত ছবিটি মিস অন্তরা নমঃ বয়স-১৭ বছর, পিতা- শ্রী নারায়ণ নমঃ সাং- বৈদ্যেরমুড়া, থানা- মেলাঘর, জিলা - সিপাহীজলা ত্রিপুরা, উচ্চতা - ৫ ফুট, গায়ের রং- শ্যামলা, চুল কালো, পড়নে নীল রং এর সেলয়ার এবং কাল রং এর কামিজ। উক্ত অন্তরা নমঃ গত ২২-০৫-২০২৩ইং তারিখ দুপুর আনুমানিক ২.২০ মিনিট হইতে নিখোঁজ।

উপরিক্ত নিখোঁজ মেয়েটির সম্বন্ধে কেহ কোন খবর পাইলে বা সন্ধান পাইলে অনুগ্রহ করে নিকটবর্তী থানা বা নিম্নলিখিত ঠিকানায় বা দূরভাষ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

যোগাযোগ ঠিকানা
পুলিশ সুপার, সিপাহীজলা জেলা, ত্রিপুরা
দুরভাষ নম্বর ঃ ৬০০৯৪২০৬০৪ (এসপিডিআইবি)
৭৬৩০০৩১১৬০ (ওসি মেলাঘর থানা)

পুলিশ সুপার
সিপাহীজলা জেলা, ত্রিপুরা বিশ্রামগঞ্জ

ICA-D-638/23

TRIPURA BOARD OF SECONDARY EDUCATION
PANDIT NEHRU COMPLEX, GORKHABASTI
P.O.: Kunjaban, Agartala, Tripura, PIN: 799006
Email: tbsesecretary@gmail.com

F. 29(1)/LETT/EXAM/TBSE/2018/1050-60 Dated Agartala, the 21st July, 2023

MADHYAMIK PARIKSHA (SECONDARY EXAMINATION)
BACHHAR BACHAO EXAMINATION, 2023
CLASS – X DATE SHEET
(Including Madrasa Alim)

DATE	DAY	SUBJECT	SUBJECT CODE	TIME
02-08-2023	Wednesday	1. English	1302	12 Noon to 3.15 p.m.
03-08-2023	Thursday	Language : I		12 Noon to 3.15 p.m.
		1. Bengali	1301	
		2. Hindi	1303	
		3. Kokborok	1304	
		4. Mizo	1307	
04-08-2023	Friday	1. Social Science (Hist & Pol.Sc)	1311	12 Noon to 1.30 p.m.
		2. Social Science (Eco & Geo)	1310	1.30 p.m. to 3.15 p.m.
05-08-2023	Saturday	1. Science (Biology)	1308	12 Noon to 1.15 p.m.
		2. Science (Physics & Chemistry)	1309	1.15 p.m. to 3.15 p.m.
07-08-2023	Monday	1. Mathematics(Basic)	1305	12 Noon to 3.15 p.m.
		2. Mathematics(Standard)	1306	

21.07.2023
(Dr. Dulal Dey)
Secretary.

ICA/D-641/23

PNIT NO: e-PT- XIX/EE/RD/ABS/2023-24 DATED-20/07/2023

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 09/08/2023 for 04(Four) nos. Construction work at different site under RD Ambassa Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
R.D. Ambassa Division

ICA/C-1531/23

Notice Inviting Quotation

The undersigned on behalf of the Government Degree College Khumulwng invited a short quotation from the Outsourcing Agency (Service Provider) to supply outsourcing for Security Guard/Night Guard and Cook-Cum-Masalchi. The bidding may be on the % (percentage) of service charges on total remuneration of staff being outsourced, that the Outsourcing Agency (Service Provider) with lowest service charges may be selected. Details information may be available in the College website www.khumulwngcollege.in. The sealed quotation should be submitted in the Tender Box available in the office of the undersigned between 11.00 am to 3.00 pm during working days. The last date of the submission of the quotation in on 28th, July 2023.

ICA/C-1527/23

(DR. PRANABJIT BARDHAN ROY]
Principal-in-Charge
Govt. Degree College,
Khumulwng, West Tripura

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIT No. 07/EE/PWD(R&B)/KMP/DIV /2023-24

The Executive Epgineer, Kamalpur Division, PWD(R&B), Kamalpur, Dhalai District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / itenrrate e-tender for the following work:
1. Name of work: Special FDR and mite. of Birjabari road under the jurisdiction of Kamalpur sub-Division during the year 2023-24/SH: Protection wall, CC pavement etc.
2. Estimated Cost: Rs/- 24,26,906.00
3. Bid Fee: Rs/- 1,000.00
4. Last date & time for online Bidding: 05/08/2023 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-p rocurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-1523/23

Executive Engineer
Kamalpur Division, PWD (R&B)
Kamalpur, Dhalai District, Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/33 dated 20/07/2023

The Executive Engisees~Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura* on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIT NO.EE-IED/AGT/53/2023-24	₹ 6,32,738.00	₹ 12,655.00	90 (ninety) days
2	DNIT NO.EE-IED/AGT/36/2023-24 (2nd call)	₹ 6,40,138.00	₹ 12,803.00	30 (thirty) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 09/08/2023 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 09/08/2023, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https: / /tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura

Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

ICA/C-1519/23

বি-ডিভিশন ফুটবলে পুলিশকে হারিয়ে জয়ে ফিরলো ব্লাডমাউথ

ব্লাডমাউথ: ২ ত্রিপুরা পুলিশ: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। জয়ে ফিরেছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। তাও পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব কে হারিয়ে। বি ডিভিশন লিগ ফুটবলে ব্লাড মাউথ ক্লাব অনেকটা নাইন বুলেটসের মতোই এগোচ্ছে। তবে এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে কল্যাণ সমিতি। নাইন বুলেটস, ব্লাড মাউথের মতো কল্যাণ সমিতি এ পর্যন্ত অপরাজেয় তবে অ্যাডভান্টেজ একটাই যে কল্যাণ সমিতি টানা ৪ ম্যাচে জয়ী হয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে। অপরদিকে ব্লাড মাউথ ক্লাব ও নাইন বুলেটসের পয়েন্ট সম সংখ্যক হলেও গোল ব্যবধানের নিরিখে নাইন বুলেটস থেকে এক ধাপ পিছিয়ে ব্লাড মাউথ। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত বি-ডিভিশন ফুটবলে ২-০ গোলের ব্যবধানে পুলিশ ক্রিয়েশন ক্লাব কে পরাজিত করে গুরুত্বপূর্ণ তিন পয়েন্ট অর্জন করে নিয়েছে। খেলার প্রথমার্ধেই বিজয়ী দল দুই গোলে এগিয়ে ছিল।

খেলা শুরুতেই ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় জাবেদ ডার্লিং এর গোলে ব্লাড মাউথ ক্লাব ১-০ গোলে লিড নেয়। পরবর্তী সময়ে পরস্পর বিরোধী দুই দলের খেলা কিছুটা আক্রমণাত্মক হলেও ৩৩ মিনিটের মাথায় দেবরাজ জমাতিয়া ব্লাড মাউথের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করে নেয়।

ব্যবধান বেড়ে দুই- শূন্য হওয়াতে ব্লাড মাউথ কিছুটা রক্ষণাত্মক খেলে।

পক্ষান্তরে ত্রিপুরা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের খেলোয়াররা একাধিকবার আক্রমণে উঠে আসলেও গোল পরিশোধের কোনও সুযোগ পায়নি এমনকি দ্বিতীয়ার্ধের পুরো খেলায় দুদলের মধ্যে আক্রমণ প্রতি আক্রমণ পরিলক্ষিত হলেও জাল নেড়ে কেউ তৃতীয় গোলের সন্ধান দিতে পারিনি।

খেলার প্রথমার্ধে রাফ এন্ড টাফ খেলায় ত্রিপুরা পুলিশের তিনজন কৌশিক, অমিত অমিত ও সঞ্জীবকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন সত্যজিৎ দেবরায়, কার্তিক দাস, বিশ্বজিৎ দাস ও পিন্টু চাকমা। দিনের খেলা নবোদয় সংঘ বনাম মৌচাক ক্লাব, বিকেল চারটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

বি-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট*

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
কল্যাণ সমিতি	৪	৪	০	০	৯-৩	১২
নাইন বুলেটস	৪	৩	১	০	১১-২	১০
ব্লাডমাউথ	৪	৩	১	০	১০-২	১০
ভারতরত্ন	৪	১	১	২	৩-৬	৪
পুলিশ	৫	১	১	৩	৩-৯	৪
মৌচাক	৪	১	০	৩	৪-৫	৩
স্পোর্টস স্কুল	৪	১	০	৩	৭-১১	৩
নবোদয়	৩	০	০	৩	২-১১	০

স্ব-শাসিত ক্রীড়া সংস্থায় সরকারি হস্তক্ষেপ ভাঙা হলো ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের তালা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।।টিসিএ অফিসে লাগানো তালা অবশেষে ভেঙে ফেলা হলো। তালার জট খুললো। শুক্রবার সকাল থেকেই তপন লোধের তত্ত্বাবধানে জেনারেল বডির সদস্যরা কিভাবে এই তালা খোলা যায় তা নিয়েই একের পর এক বৈঠক করে চলছিলো। সদর মহকুমা প্রশাসনের কাছে তালার জট খুলতে তপন লোধ চিঠি প্রেরণ করেন। যথারীতি সদর মহকুমা প্রশাসন তালা ভাঙলো। পুলিশের আশ্রয় নিয়ে টিসিএ অফিসে তালা ভাঙা হলো। এই কাজে খোদ উপস্থিত ছিলেন ডিসিএম সাহেব। তালা ভাঙার কথা মিডিয়ার সামনে তুলে ধরলেন খোদ তপন লোধ সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এদিকে দুপুরে এক সাংবাদিক বৈঠক করে টিসিএর সচিব তাপস ঘোষ স্পস্ট ভাবে বলে দেন, টিসিএর কর্মীদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই তালা লাগানোর নোটিশ তিনি জারি করেছেন। এই নোটিশকে অমান্য করে কিছু সমাজদ্রোহিরা নাকি টিসিএ অফিসের তালা ভাঙতে চাইছে। বেশ কয়েকজনের নাম ও তিনি প্রকাশ্যে বলেন। টিসিএতে বিসিসি আইয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথি রয়েছে। যেগুলো একদমই কনফিডেন্সিয়াল। এগুলোর নিরাপত্তাও দরকার। তাই তাপস ঘোষ অফিসের অর্ডার জারি করলেন। এদিকে তপন লোধ সহ জেনারেল বডির সদস্যদের দাবি, এই নোটিশ নাকি বেআইনি। সকাল গড়িয়ে দুপুর। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। সদর মহকুমা শাসকের নির্দেশ ক্রমে তালা ভাঙা হলো। প্রশ্ন হলো, এই ভাবে কি সদর মহকুমা প্রশাসন কোনো স্ব শাসিত ক্রীড়া সংস্থার অফিসে নোটিশ লাগানোর পর ও তালা ভাঙতে পারে। টিসিএ অফিসের লোকেরাই তো এই তালা লাগালো। তালা খুলবে তো টিসিএর লোকেরাই। এখানে সদর মহকুমা শাসকের ভূমিকা ঘিরে ও উঠছে অবিরাম প্রশ্ন। আইনের পরিভাষায় তো এই তালা ভাঙতে পারেন না সদর মহকুমা শাসকের টিম। এবার দেখার এই জল আগামীতে আর কতদূর গড়ায়।

উজবেকিস্তানে এশিয়ান দাবায় সাফল্য ছিনিয়ে রাজ্যে ফিরলো আরাধ্যা দাস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। রাজ্যে ফিরলো দাবাড়ু আরাধ্যা দাস। উজবেকিস্তানে অনুষ্ঠিত এশিয়ান স্কুল দাবা প্রতিযোগিতায় খেলে। আসরে সাফল্য পেলো মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দাবাড়ু আরাধ্যা দাস। বালিকাদের অনূর্ধ-৯ বিভাগের ক্লাসিক্যাল ইভেন্টে ৯ রাউন্ডে সাড়ে ৫ পয়েন্ট পেয়ে অষ্টম স্থান দখল করে আরাধ্যা।

অনুজ কুমার এবং অঞ্জু দাসের একমাত্র মেয়ে আরাধ্যা আসরে ৫ টি ম্যাচে জয়, ১ টি ম্যাচে পয়েন্ট ভাগ এবং ৩ টি ম্যাচে হেরে যায়। এর আগে র‍্যাপিড দাবায় দখল করেচিলো পঞ্চম স্থান। এছাড়া ব্লিটজ দাবায় ৭ রাউন্ডে ৫ পয়েন্ট পেয়ে সপ্তম স্থান দখল করে। ভালো ফলাফল করলেও খুশি নয় খুদে প্রতিভাটি। রাজ্য ফিরে এক সাক্ষাৎকারে বলে,'আরও ভালো ফলাফলের আশা করেছিলাম। আগামীদিনে আবারও ওই আসরে খেলার সুযোগ পেলে আরও ভালো ফলাফল করবোই'। প্রসঙ্গত: আসরে মোট ৩১ জন দাবাড়ু অংশ নিয়েছিলো।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

আগস্টে উত্তরাখন্ডে জাতীয় পাওয়ার লিফটিংয়ের জন্য রাজ্যদল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। ঘোষিত হলো ত্রিপুরা দল। উত্তরাখন্ডে কাশিপুরে জাতীয় সিনিয়র পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণের লক্ষ্যে। ৮-১৩ আগস্ট হবে আসর। তাতে অংশ নেবে ত্রিপুরা। আসরে অংশ নেওয়ার লক্ষ্য বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা দল গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচনী শিবির হয় এন এস আর সি সি-র ভারোত্তোলন হলে। তাতে ৬ সদস্যের ত্রিপুরা দল গঠন করা হয়। এর মধ্যে ৪ জন পুরুষ। ত্রিপুরা দলের কোচ নির্বাচিত হয়েছেন কুমুদ বনিক। এছাড়া ম্যানেজার নির্বাচিত হয়েছেন সঞ্জয় আচার্য। আসরে ত্রিপুরা ভালো ফলাফল করবে আশা করছেন রাজ্য সংস্থার সচিব নারায়ন চন্দ্র দেবনাথ। ঘোষিত দল: আলমিন হুসেন, অমরজিৎ দাস, সৌরভ রাই বর্মন, রাজেশ শর্মা, তনুশ্রী পাল এবং রুণি দেববর্মা। কোচ কুমুদ বনিক এবং ম্যানেজার সঞ্জয় আচার্য।

টিএফএ-র মহিলা লীগ ফুটবলে কিল্লা - জম্পুইজলা ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। দুই শক্তিশালী দল মুখোমুখি আগামীকাল। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত মহিলা লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে শনিবার সকালে মুখোমুখি হবে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার এবং কিল্লা মর্ণিং ক্লাব। দুদলই ইতোমধ্যে ৪ ম্যাচ করে খেলে নিয়েচে। ৪ ম্যাচ খেলে কিল্লা রর্ণিং ক্লাবের পয়েন্ট ১০ এবং জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের পয়েন্ট ৯। শেষ ম্যাচে ফুলো ঝানো দলের বিরুদ্ধে পযেন্ট ভাগ করে মানসিকভাবে কিছুটা পিছিয়ে কিল্লা মর্ণিং ক্লাব। আজ জম্পুইজলাকে হারিয়ে খেতাবের দৌড়ে ঘুরে দাড়াতে চাইছেন কাজল্তি রিয়াং-রা। অপরদিকে সুবোধ দেববর্মার মেয়েরাও চাইছে জয়। ফলে লড়াই হবে জমজমাট তা বলা বাহুল্য। আজ, শুক্রবার সুচি অনুযায়ী খেলা ছিল ইকফাই বনাম পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের মধ্যে। পুলিশ দল খেলবে না আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে ইকফাইকে ৩ পয়েন্ট ও ২ গোল আগেই দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের উদ্যানজাত ফলের সুমিষ্টতা,গুনাগুন এবং সহজলভ্যতা জাতীয় স্তরে তুলে ধরা ত্রিপুরা সরকারের মূল উদ্দেশ্য : কৃষি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। ত্রিপুরার উদ্যান জাত ফলের সুমিষ্টতা,গুনাগুন এবং সহজলভ্যতা জাতীয় স্তরে তুলে ধরা ত্রিপুরা সরকারের মূল উদ্দেশ্য। আজ বারানসিতে আয়োজিত শোকেসিং ত্রিপুরা অনুষ্ঠানে একথা বলেন কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ।
এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরার সুস্বাদু কুইন আনারস, কাঁঠাল, কমলালেবু সহ বাহারি ফলের আয়োজন নিয়ে বারানসিতে এই ক্রেতা বিক্রেতা র্পদশনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে। ত্রিপুরা আয়তনের দিক থেকে ছোট হলেও প্রকৃতি এই রাজ্যকে তার প্রাকৃতিক সম্পদে নিপুণভাবে সাজিয়েছে। এদিন তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরার আনারস সহ অন্যান্য ফলের সুমিষ্টতায় মুগ্ধ হয়েছেন বিভিন্ন রাজ্যের ক্রেতারা। বহি:রাজ্যে ত্রিপুরার ফলের চাহিদা বাড়লেই উপকৃত হবেন চাষীরা। ত্রিপুরা সরকার মূলত এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এগিয়ে চলেছে।

পুকুরের জলে ডুবে নাবালকের মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ জুলাই।। উদয়পুরের খিলপাড়ায় বাড়ির পাশে পুকুরের জলে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক বালকের। জানা যায় ওই নাবালক পুকুরের স্নান করতে গিয়েছিল। স্নান করতে পুকুরে নেমে সে আর সেখান থেকে উঠে আসতে পারেনি।
দীর্ঘক্ষন পড়ো স্থান করে বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের লোকজনরা তাকে খুঁজতে সেখানে যান। পুকুরের জলে খোঁজাখুঁজি করে তার নেতর দেহ উদ্ধার করা হয়। দেহাটি উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। কান্নায় ভেঙে পড়েন বাবা-মা সহ সবাই। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকা শোক স্তব্ধ হয়ে পড়েছে।

মৃত্যুমুখ থেকে রোগীকে ফিরিয়ে আনলেন জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের চিকিৎসকগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। জিবিপি হাসপাতালের ইমারজেন্সি মেডিসিন ও কার্ডিওলজি বিভাগের চিকিৎসকগণ এক রোগীকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে আনলেন। তেলিয়ামুড়ার উত্তর মাহারাণীর বাসিন্দা হরেন্দ্র দেববর্মা (৭০) গত সাত দিন ধরে পেট ফোলা, কাশি ও শ্বাসকষ্টের সাথে দুই পা ফোলা নিয়ে জিবিপি হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে আসেন। জিবিপি হাসপাতালের ইমারজেন্সি বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ শীর্ষেন্দ ধর ও জনিয়র রেসিডেন্ট চিকিৎসক ডাঃ প্র'া বর্ণালী শর্মা জরুরী ভিত্তিতে রোগীর চিকিৎসা শুরু করেন। রোগীকে দ্রত অ'িজেন ও স্যালাইন দিয়ে স্থিতিশীল অবস্থায় আনার চেষ্টা করা হয়। কিন্ত রোগীর রক্তচাপ অনেক কম থাকায় ইমারজেন্সি বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ শীর্ষেন্দ ধর রোগীকে আলট্রাসাউণ্ড পরীক্ষা করান। এই পরীক্ষার রিপোর্টে দেখা যায় রোগীর হৃদপিণ্ডের ঠিক বাইরে প্রচুর পরিমাণে রক্তের মতো তরল জমে আছে যা হৃদপিণ্ডকে সংকোচিত ও প্রসারিত হতে বাধা দিচ্ছে। চিকিৎসক তৎক্ষণাৎ কনসালটেন্ট কার্ডিওলজিস্ট চিকিৎসক ডাঃ অনিন্দ্য সুন্দর ত্রিবেদীর সাথে কথা বলে রোগীকে কার্ডিওলজি বিভাগে স্থানান্তরিত করেন। সেখানে কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ অনিন্দ্য সুন্দর ত্রিবেদী রোগীর অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষার রিপোর্ট দেখে কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেড নামক ঝঁকিপূর্ণ রোগ নির্ণয় করেন। চিকিৎসক রোগীর পরবর্তী ত্রিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টার মধ্যে মৃত্যুর ঝঁকি হতে পারে অনুধাবন করে জরুরী ভিত্তিতে গত ১৮ জলাই ক্যায়েটার গাইডেড পেরিকার্ডিওসেন্টেসিস প্রক্রিয়ায় ২০ মিনিটের মধ্যে রোগীর হৃদপিণ্ডে জমে থাকা রক্তের মত তরল পদার্থ বের করে রোগীর জীবন রক্ষা করেন। এই অপারেশনের সময় কনসালটেন্ট কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ অনিন্দ্য সুন্দর ত্রিবেদীর সঙ্গে ছিলেন ইমারজেন্সি বিভাগের ডাঃ অবন্তিকা নাথ, ডাঃ গোপীনাথ বর্মণ, কার্ডিওলজিস্ট বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ শ্রেয়সী দেব, ডাঃ সমাট দেব প্রমুখ। টেকনিশিয়ান হিসেবে ছিলেন কিষাণ রায়, অন্নবাহাদুর জমাতিয়া ও দেবব্রত দেবনাথ। বর্তমানে রোগী ইমারজেন্সি মেডিসিন আইসিইউতে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে এনে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সফলভাবে রোগীর জীবন বাঁচানোর জন্য রোগীর পরিবার পরিজনরা চিকিৎসকদের প্রতি ক'ত'তা প্রকাশ করেছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বেশি করে বৃক্ষরোপণ করতে হবে : পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। জিরানীয়ার এনআইটি সংলগ ইনস্টিটিউট অব ড্রাইভিং ট্রেনিং অ্যাণ্ড রিসার্চ কমপ্লে' আজ বনমহোৎসবের আয়োজন করা হয়। পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একটি আগর গাছের চারা রোপণ করে বনমহোৎসবের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে পযটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় আরও বেশি করে বৃক্ষরোপণ করতে হবে। নগরায়নের ফলে যেভাবে বন ধংস হচ্ছে তাতে পরিবেশের ভারসাম্য আজ চ্যালে'র মুখোমুখি। পর্যটনমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করতে হবে। তাহলেই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও বনায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, পরিবহণ দপ্তরের কমিশনার সুবত চৌধুরী, সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রমুখ।

রাজ্যের প্রতিভাবান নৃত্য শিল্পীর কত্থক নৃত্যে সাফল্য অর্জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ জুলাই।। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের স্বতন্ত্র সংস্থা সিসিআরটি-এর ২০২১-২২ বর্ষের সিনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষায় কত্থক নৃত্যে জাতীয় বৃত্তি অর্জন করে উদয়পুরে সুস্মিতা মজুমদার। গুরু রত্নদীপ রায়ের তত্ত্বাবধানে সে এই সাফল্য অর্জন করেন। সুস্মিতা উদয়পুরের রিফরমিস্ট সোসাইটির নৃত্যের ছাত্রী। মাত্র ৮ বছর বয়সে সুস্মিতার নৃত্যে হাতে খড়ি হয় বিশিষ্ট নৃত্য শিক্ষক রত্নদীপ রায়ের তত্ত্বাবধানে। গত ১৫ বছর যাবত নিষ্ঠার সাথে গুরু রত্নদীপ রায়ের কাছে কত্থক নৃত্যের তালিম নিচ্ছে। সারা দেশের হাজারো পরীক্ষার্থীর মধ্যে থেকে কত্থক নৃত্যে ২০২১-২২ বর্ষে সিসিআরটি মোট ২৪ জন শিল্পীকে স্কলারশিপ দিয়েছে। যার মধ্য থেকে রাজ্যের নৃত্যশিল্পী সুস্মিতা দেশের তাবর তাবর গুরুদেব ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ট্যাকা দিয়ে এই সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।সুস্মিতার এই সাফল্যের মধ্য দিয়ে রাজ্যে কত্থক নৃত্যে সিনিয়র স্কলারশিপের দীর্ঘ বছরের খরা মিটেছে। শুধু তাই নয় এ বছর রাজ্যের জন্য খবরটি আরও বেশি খুশির, কারণ এবছর প্রথমবার রাজ্যের কোন কত্থক নৃত্য শিল্পী রাজ্যেরই গুরুর তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা দিয়ে সিনিয়র স্কলারশিপ অর্জন করেছেন। মনিপুরী নৃত্যেও এ বছর রাজ্যের শিল্পী সুষমা সিনহা মনিপুরী নৃত্য গুরু বঙ্কিম সিনহার তত্ত্বাবধানে সিনিয়র স্কলারশিপ অর্জন করেছেন। এরা দুজনেই শচীন দেব বর্মন স্মৃতির সরকারি সংগীত মহাবিদ্যালয়ে নৃত্য নিয়ে পড়াশোনা করছে। এই জোড়া সাফল্যে রাজ্যের সংস্কৃতি মহলের পাশাপাশি উদয়পুরেও খুশির হাওয়া বইছে।

খোয়াইয়ে পুলিশ সখী ও অপারেশন সঞ্জিবনী এর সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। আনুষ্ঠানিক ভাবে শুক্রবার সকালে খোয়াই জেলা পুলিশের দুটি কর্মসূচির যাত্রা শুরু হলো।এদিন সকালে গণকীস্থিত অস্থায়ী জেলা পুলিশ লাইনে কর্মসূচি দুটির আনুষ্ঠানিক শুভারম্ভ ঘোষণা করেন জেলা পুলিশ সুপার ড় রমেশ কুমার যাদব।জেলা পুলিশের 'পুলিশ সখী' ও 'অপারেশন সঞ্জীবনী' কর্মসূচীর যাত্রা শুরু হলো এদিনের অনুষ্ঠানে।একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুটি কর্মসূচীরই দুটি পৃথক গাইডলাইন বুকেরও আবরণ উন্মোচন করা হয়।এছাড়াও গত জুন মাস পর্য্যন্ত দপ্তরের আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নে জেলার বিভিন্ন স্তরের সতেরোজন পুলিশ কর্মী সেরা পুলিশের শিরোপা জয় করেন।এদিনের অনুষ্ঠানে এদের হাতেও সার্টিফিকেট তুলে দেন জেলার পুলিশ সুপার ড়রমেশ কুমার যাদব।অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজিব সূত্রধর,জেলার দুই মহকুমার এস ডি পি ও , ডি এস পি , ছয় থানার ও সি সহ জেলা পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ।

প্রাণীজ খাদ্য উৎপাদনে রাজ্যকে স্বনির্ভর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছেঃ প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। বর্তমান সরকার প্রাণীজ খাদ্য উৎপাদনে রাজ্যকে স্বনির্ভর করার উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচিগুলি প্রক'ত সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। খোয়াই জেলা প্রশাসনের কনফারেন্স হলে গতকাল তপশিলী জাতি কল্যাণ, প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও মৎস্য দপ্তরের এক পর্যালোচনা সভায় প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাস এ কথা বলেন। পর্যালোচনা সভায় খোয়াই জেলায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা সভায় মন্ত্রী শ্রীদাস বলেন, জনকল্যাণে গৃহীত প্রাণী সম্পদ বিকাশ, মৎস্য ও তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরগুলির প্রকল্পগুলিকে স্বচ্ছতার সাথে রূপায়ণ করতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে মৎস্য ও প্রানী পালনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
সভায় উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, বিধানসভার সরকারি মুখ্যসচেতক বিধায়ক কল্যাণী রায়, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, বিধায়ক র'িং দেববর্মা, খোয়াই জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি হরিশঙ্কর পাল, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার, খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশীষ নাথশর্মা, তেলিয়ামুড়া প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান যমুনা দাস (রায়), কল্যাণপুর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, তপশিলী জাতি কল্যাণ ও মৎস্য দপ্তরের প্রধান সচিব বি এস মিশ্র, খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষচন্দ্র সাহা, তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা অসীম সাহা, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা ড. কে শশীকুমার, মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা মোসলেমউদ্দিন আহমেদ, তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমাশাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী, খোয়াই মহকুমার মহকুমা শাসক বিজয় সিনহা প্রমুখ। সভায় বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় বলেন, মানুষের কল্যাণে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সুবিধাগুলি সঠিকভাবে সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। পর্যালোচনা সভার পর প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী শ্রী দাস প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের জেলা কার্যালয় ও জেলা মৎস্য আধিকারিক কার্যালয়ের মৎস্য খামার পরিদর্শন করেন।

গন্ডাছড়ায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। আধুনিক নগরজীবনে ক্লান্ত বিধ্বস্ত! তাইতো কবি একদিন ব্যাকুল হয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন, দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর। এ বিশ্বে সৃষ্টির আদি হল উদ্ভিদ।এই ধরীত্রির সৃষ্টিলগ্নে বিশ্বসংসার পরিপূর্ণ ছিল বৃক্ষরাজি দ্বারা গঠিত সুবিশাল অরণ্যে।কিন্তু কালের বিবর্তনে যখন সমগ্র প্রাণীকূল তথা মানুষের উদ্ভব ঘটে,তখন মানুষ নিজের প্রয়োজন হেতু পৃথিবীর বুক চিরে নির্বিচারে অরণ্যচ্ছেদন করে আপন সভ্যতার জয়যাত্রা অব্যাহত রাখে।সময়ের লহমায় পৃথিবী তথা সমগ্র জীবকুলের নিয়ম বদলাতে থাকে,বিশ্বজুড়ে মানবসভ্যতা সর্বশ্রেষ্ঠ মাত্রা পায়।তবুও মানুষ এবং উদ্ভিদকুলের মধ্যে একটা সমতা বরাবর বজায় ছিল।কিন্তু মানুষের ভোগের বাসনার কোন অন্ত ছিল না কোনদিন। আদিম সেই নির্মম বাসনাই নবজাগরণ পরবর্তী তথাকথিত আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাবের পর চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পৃথিবী জুড়ে গড়ে উঠতে থাকে অসংখ্য নতুন নতুন নগর,কলকারখানা বন্দর আরো কত কি। আপন জৈবিক লালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে পরিবেশকে নিজের ইচ্ছে মত ব্যবহার ও শোষণ অব্যাহত থাকে।দূষণের মারণ রোগে আক্রান্ত আমাদের বিশ্বপ্রকৃতি।এই কঠিন অসুখের এক অন্যতম ঔষধ বৃক্ষরোপণ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বহু সাজানো সংসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ জুলাই।। বর্তমান সমাজকে এক ভয়ঙ্কর সামাজিক অবক্ষয় যেন গ্রাস করে চলেছে।এই সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বহু সাজানো সংসার।এই সামাজিক অবক্ষয়ের নাম পরকীয়া। চারবছর আগে হিন্দু রীতিনীতি মেনে ছেচড়িমাই এলাকার অমল সরকারের সাথে বিয়ে হয় চড়িলাম রাজীব কলোনি কালীটিলা এলাকার উত্তম দাসের কন্যা পায়েল দাসের। বিয়ের একবছর ভালোভাবেই কেটেছিল অমল ও পায়েলের দাম্পত্য জীবন। একবছরের মাথায় ফুটফুটে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয় তাদের ঘরে।তারপর থেকেই তাদের সংসারে আস্তে আস্তে অশান্তি শুরু হতে লাগলো। ছেলে অভিজিতের বয়স যখন দেড় বছর হয় তখন অভিজিৎকে নিয়ে অমল সরকারের স্ত্রী পায়েল দাস পর পর দুবার পর পুরুষের হাত ধরে পালিয়ে যায়। অমল অনেক চেষ্টা করেও পায়েল কে নিয়ে সংসার করতে ব্যর্থ হয়।অমলের সুখের সংসার করার স্বপ্ন পুরোপুরি ভেঙ্গে যায় যখন অমল জানতে পারে বারোদিন পুর্বে একটি ছেলের সাথে পায়েলের বিয়ে হয়।এই খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই স্বামী অমল সরকার তন্ন তন্ন হয়ে ছোটাছুটি করে থানায় এবং চাইল্ড লাইনের দরজায়।আর্জি একটাই নিজ সন্তান কে নিজের কাছে ফিরে পেতে চায় অমল। অমলের পুত্র সন্তান অভিজিৎ কে দেখার জন্য তার শ্বশুর বাড়িতে গেলেও তাকে দেখতে দেওয়া হয় না এমনই অভিযোগ করেন পায়েলের স্বামী। কিন্তু শুক্রবার দুপুরে বিশালগড় মহিলা থানা এবং চাইল্ড লাইন কর্তৃপক্ষের যৌথ অভিযানে সেকেরকোটস্থিত বিক্রম নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে পায়েল দাসের আত্মীয়ের বাড়ি থেকে অভিজিৎ কে উদ্ধার করে বিশালগড় মহিলা থানায় নিয়ে আসে। মহিলা থানার পুলিশ ও চাইল্ড লাইন কর্তৃপক্ষ অভিজিৎকে তার পিতা অমল সরকারের হাতে তুলে দেয়। বিশালগড় মহিলা থানার সাব ইন্সপেক্টর নিরুপা রায় ও চাইল্ড লাইন কোর্ডিনেটর মিঠুন দত্তের আন্তরিক প্রচেষ্টায় নিজ সন্তান কে ফিরে পেয়ে খুবই খুশি অভিজিতের পিতা অমল সরকার। তিন বছরের অভিজিৎ সরকারকে ফিরে পেতে বাবা অমল সরকার দীর্ঘদিন যাবত চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন অবশেষ বিশালগড় মহিলা থানা এবং চাইল্ড লাইনের সহযোগিতা ছেলেকে ফিরে পেয়ে খুবই আনন্দিত অমল সরকারের পরিবার।

কল্যাণপুরে বিভিন্ন প্রকল্প ঘুরে দেখলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২১ জুলাই।। তিন দপ্তরের মন্ত্রী সুধাশু রঞ্জন দাস শুক্রবার দুই দিনের খোয়াই সফরে খোয়াই জেলার কল্যাণপুরে বেশ কয়েকটি প্রকল্প ঘুরে দেখেন। তিনি নর্থ ইস্ট কাউন্সিল এর অর্থে নির্মিত কল্যাণপুর স্কুলে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট তপশিলী ছাত্রী দের জন্য নির্মীয়মান হোস্টেল এর নির্মাণ কাজ খতিয়ে দেখেন। এটি নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৪ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। মৎস, পশু পালন এবং তপশিলী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী সুধাশু দাসের সাথে ছিলেন খোয়াই জেলা শাসক ডি কে চাকমা, তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী,বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, ব্লক চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, জীবন দেবনাথ, তাপস দেব রায় প্রমুখ। এরপর তিনি দেখতে যান নির্মীয়মান নুতন পশু হাসপাতাল এর নির্মাণ কাজ সরেজমিনে দেখতে। এই হাসপাতাল নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে ৭৯ লাখ টাকা। পরে যান বাজার কলোনীতে গোমতী দুগ্ধ শীতলীকরণ ও সংরক্ষণ ইউনিট টি দেখতে। শেষে কল্যাণপুর বিজেপি মন্ডল অফিসে ও আসেন তিনি। মন্ত্রী বলেন সব জেলাতেই দুদিনের কর্ম সূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রথম দিন রিভিউ মিটিং এবং পরের দিন ফিল্ড ভিজিট। অর্থাৎ রিভিউ মিটিং এ যে সব প্রকল্প নিয়ে কথা হয়েছে তার বাস্তব রূপ কি তা খতিয়ে দেখা। এই লক্ষেই আজ তিনি খোয়াই এর একাধিক প্রকল্প পরিদর্শন শেষে কল্যাণপুর আসেন। তিনি বলেন গুনগত মান বজায় রেখে যাতে সময়ের কাজ সময়ে শেষ হয় এটাই দপ্তরের মূল লক্ষ। যে উদ্দ্যেশ্যে প্রকল্প গুলো করা হচ্ছে তা যেন মানুষের কাজে আসে। এবং স্বার্থক হয়। তিনি বলেন মানুষের স্বার্থে প্রকল্প গুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন এর দিকে নজর দিচ্ছে দপ্তর।

আগরতলা শহরের লালবাহাদুর এলাকা পরিদর্শন করলেন পুর নিগমের মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহরের লালবাহাদুর এলাকা পরিদর্শন করলেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। এলাকার জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই এলাকাবাসী নানা অভিযোগ করে চলেছেন। এসব অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যেই মেয়রের এই পরিদর্শন। বর্ষার মরশুমে বেহাল নিষ্কাশনী ব্যবস্থা আগরতলা শহরের লাল বাহাদুর ক্লাব সংলগ্ন এলাকায়। স্বল্প বৃষ্টি হলে এলাকায় ড্রেন ভর্তি হয়ে উঠছে জল। তাই আগরতলা পুর নিগমের ২২ নং ওয়ার্ডের লাল বাহাদুর ক্লাব সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শনে যান নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।শুক্রবার এলাকার বেহাল নিষ্কাশনী ব্যবস্থা ঘুরে দেখন মেয়র সহ অন্যান্যরা। পরে তিনি জানান ২২ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন সমস্যা গুলি প্রত্যক্ষ করেছেন। এই সমস্যা দ্রুত সমাধান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তিনি লাল বাহাদুর ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় একটি বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হবে বলে জানান। এদিন পরিদর্শনে মেয়র ছাড়া উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী রাজীব ভট্টাচার্য, পুর নিগমের কাউন্সিলার রত্না দত্ত সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা।

খোয়াই মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগ স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। খোয়াই জেলা জুড়ে তীব্র রক্ত সংকট। খোয়াই জেলা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের ভাঁড়ার প্রায় শূন্য। এমতাবস্থায় জেলার ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোতে রক্তের যোগান স্বাভাবিক রাখতে মাঠে নেমেছে খোয়াই মহকুমা প্রশাসন। শুক্রবার খোয়াই মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে মহকুমা প্রশাসনিক ভবন প্রেক্ষাগৃহে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হল। এদিনের এই মহতী রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন, খোয়াই জেলাশাসক ডিকে চাকমা, খোয়াই জেলা পরিষদের সদস্য সুব্রত মজুমদার, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকার ডক্টর নির্মল সরকার,খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দাস,খোয়াই মহকুমা শাসক বিজয় সিনহা সহ অন্যান্যরা। স্বাগত ভাষণে খোয়াই মহকুমা শাসক বলেন,ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের সংকট রয়েছে।ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের মজুদ সন্তোষজনক করার তাগিদে এধরনের রক্তদান শিবির যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি মনে করেন। আরো বেশি সংখ্যায় এধরনের রক্তদান শিবির সংগঠিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন,গোটা জেলায় অনেক থ্যালাসেমিয়া রোগী আছেন। যাঁদের নিয়মিত রক্তের প্রয়োজন। মানুষ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকা পরিদর্শন করলেন মেয়র দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর রত্না দত্ত এবং বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। ছবি নিজস্ব।

বিশালগড়ে বিভিন্ন দোকানে প্রশাসনের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ জুলাই।। বিশালগড় নিউ মার্কেটস্থিত বিভিন্ন মিষ্টির দোকান এবং বেকারিতে বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের তরফ হানা দেওয়া হয়। মূলত যেসকল দোকান গুলোতে খাবার তৈরি করে বিক্রি করা হয় সে দোকান গুলোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং প্যাকেটজাত খাদ্য সামগ্রী গুলোর মেয়াদ সংক্রান্ত বিষয়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখা হয়।বিশালগড় নিউমার্কেটে প্রশাসনিক হানা। শুক্রবার ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস এবং ডিসিএম সৌরদ্বীপ দেবনাথ এর নেতৃত্বে অভিযান চালায়।সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস জানান, নিউ মার্কেটের ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে একাধিকবার মহকুমা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত বিষয়গুলো তদারকি করার জন্য মহকুমা প্রশাসনের তরফে বিশালগড় মহাকুমার বিভিন্ন বাজার গুলোতে প্রশাসনের তরফে অভিযান চালানো হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে জরিমানা সহ আইনানুগ সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ভোক্তা অধিকার সুনিশ্চিত করতে মহকুমা প্রশাসনের তরফে এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে বলে জানান ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।